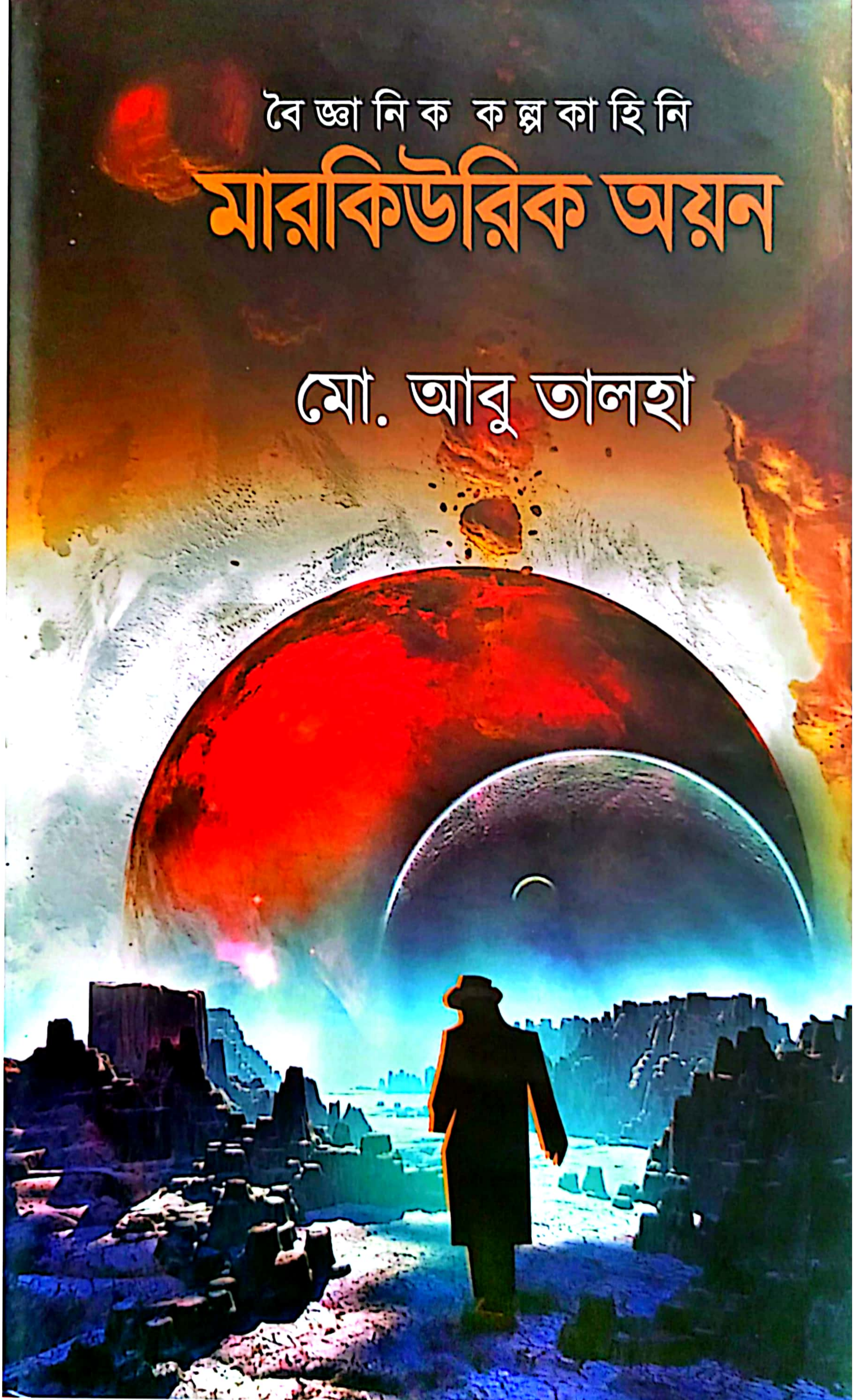
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
মারকিউরিক অয়ন
মো. আবু তালহা

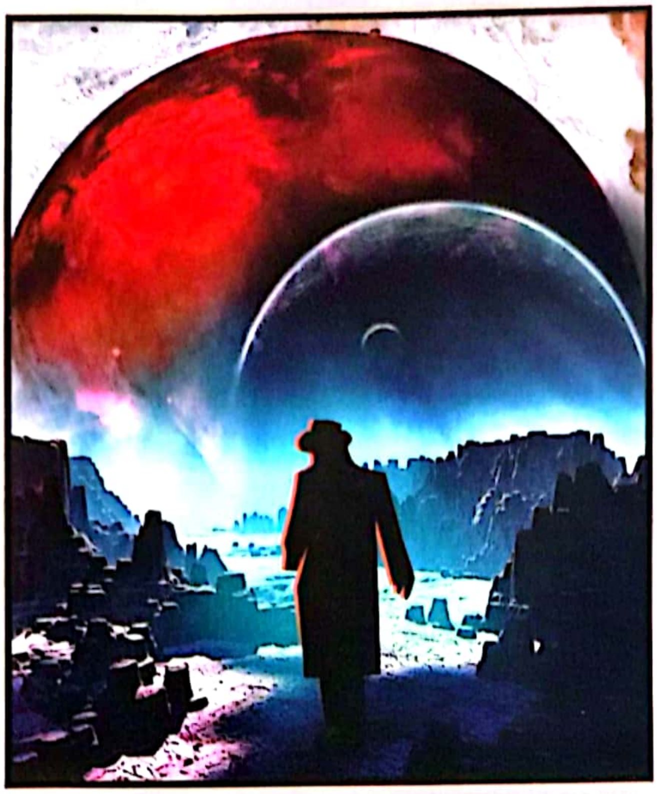

Planet কে ধ্বংস করার জন্য চাই এমন একটা অস্ত্র যার মাধ্যমে Red Planet কে ধ্বংস করা যায়। আর এই অস্ত্র তৈরি করে অয়ন। যে এই গল্পের মূল চরিত্র ধারন করে আছে। অস্ত্রের নাম মার্কারি বোমা। যা ডার্ক ডাইমেনশন সৃষ্টি করে। তবে পৃথিবী থেকে Red Planet এ যাওয়ার যাত্রা পথ ১০০ কোটি আলোক বর্ষ। পৃথিবীর প্রাণীগুলো এই পথ অতিক্রম করে প্যারালাল অ্যাটম, টেলির্পোটেশন, ওর্য়মহোল এর মাধ্যমে। প্যারালাল অ্যাটম বাংলাদেশ মহাকাশ কেন্দ্র-এর নব আবিষ্কার। যুদ্ধটা মূলত হলো World VS Red Planet এর মধ্যে। Red Planet এ গিয়ে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধটা ছিল বড় কঠিন। ফলস্বরূপ, যুদ্ধের বিজয়ী পতাকা Red Planet তুলতে যায়। তাদের সুপার পাওয়ার ব্যবহার করে। তবে একটা বোমাই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেটা হলো মার্কারি বোমা। এই বোমাই এই কাহিনীর মূল বর্ণনায় থাকবে। রিফাত নামক এক সত্যিকারের সুপার হিরোর সন্ধান পায় বাংলাদেশের মহাশূণ্য কেন্দ্র দল। মেশিন কন্ট্রোল করার ক্ষমতা থাকে রিফাতের। মহাকাশে গিয়ে যুদ্ধের এই বিরল ঘটনা সত্যিই একজন সত্যিকারের পাঠককে আনন্দ দিতে পারবে বলে আমি আশা করি।

প্রচ্ছদ : রহমান আজাদ

মারকিউরিক অয়ন

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

মারকিউরিক অয়ন

মো. আবু তালহা

প্রচলন

মারকিউরিক অয়ন
মো. আবু তালহা

প্রচলন প্রকাশন ✝ ১৫২

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
এম.এস. এমরান আহমেদ
প্রচলন প্রকাশন
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৭৪৫৭৫৬০৩০, ০১৬৮৫১৩৬৩১৬
E-mail: procholon6316@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
অনন্ত আকাশ

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক : কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫১৯৫২১৯৭১

www.boi-mela.com www.rokomari.com
USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London

ISBN 978-984-95158-2-1

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন
পিতাঃ মো. আব্দুল জলিল (লস্কর)
ও
মাতাঃ আসমা খাতুন-কে

সারাংশ

বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে একটি প্রাণীবাচক গ্রহ খুঁজে পায়। সেই গ্রহের নামই হলো Red Planet. Red Planet তাদের তথ্যের আদান প্রদান করে বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্রের সাথে। বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়– পৃথিবীর মানুষ Red Planet এ যেতে চায়। তবে Red Planet এ কোনো অন্যগ্রহের প্রাণীর প্রবেশ নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞা মূলত বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার স্বরূপ। হঠাৎ করেই পৃথিবী আক্রমণ করে বসে Red Planet এর যুদ্ধা Red Gaint রা। পুরো পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে দেয় নিমেষের মধ্যে। পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে। পৃথিবীর প্রতি Red Planet কর্তৃক এই আক্রমনের কারণ খুজে পায়না কেউই। তবে বিশ্বের সবাই মনে করে এই আক্রমণের পিছনে বাংলাদেশ মাহাশূণ্য কেন্দ্রের একটা হাত আছে। তাদের নিরবুদ্ধিতার বার্তার কারণ স্বরূপ এই ভয়াবহ আক্রমন। এবার পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে স্পেসশিপগুলো আক্রমণ চালায় Red Planet এ। কিন্তু পৃথিবীর কোনো স্পেসশিপ Red Planet এ গিয়ে Red Gaint দের সাথে পেরে ওঠে না। কারণ তাদের কাছে থাকে সুপার পাওয়ার সময়মাত্রা। তারা যেকোনো ঘটনাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে পায়। ধ্বংস দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েও তারা ফিরে আসে। সময় মাত্রা থাকায় Red Planet এর কোনো এন্ট্রপি নেই। এই Planet কে ধ্বংস করার জন্য চাই এমন একটা অস্ত্র যার মাধ্যমে Red Planet কে ধ্বংস করা যায়। আর এই অস্ত্র তৈরি করে অয়ন। যে এই গল্পের মূল চরিত্র ধারন করে আছে। অস্ত্রের নাম মার্কারি বোমা। যা ডার্ক ডাইমেনশন সৃষ্টি করে। তবে পৃথিবী থেকে Red Planet এ যাওয়ার যাত্রা পথ ১০০ কোটি আলোক বর্ষ। পৃথিবীর প্রাণীগুলো এই পথ অতিক্রম করে প্যারালাল অ্যাটম, টেলিপোর্টেশন, ওয়ার্মহোল এর মাধ্যমে। প্যারালাল অ্যাটম বাংলাদেশ মহাকাশ কেন্দ্র-এর নব আবিষ্কার। যুদ্ধটা মূলত হলো World VS Red Planet এর মধ্যে। Red Planet এ গিয়ে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধটা ছিলো বড় কঠিন। ফলস্বরূপ, যুদ্ধের বিজয়ী পতাকা Red Planet

তুলতে যায়। তাদের সুপার পাওয়ার ব্যবহার করে। তবে একটা বোমাই যুদ্ধেও মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেটা হলো মার্কারি বোমা। এই বোমাই এই কাহিনীর মূল বর্ণনায় থাকবে। রিফাত নামক এক সত্যিকারের সুপার হিরোর সন্ধান পায় বাংলাদেশের মহাশূণ্য কেন্দ্র দল। মেশিন কন্ট্রোল করার ক্ষমতা তাকে রিফাতের। মহাকাশে গিয়ে যুদ্ধের এই বিরল ঘটনা সত্যিই একজন সত্যিকারের পাঠককে আনন্দ দিতে পারবে বলে আমি আশা করি। পুরো গল্পের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে একজন ব্যক্তির জীবন কাহিনি। যে পরবর্তী আরো কয়েকটি কল্পকাহিনীতে মূল চরিত্রে অবস্থান করবে। অতি শীঘ্রই ঐ কাহিনিগুলো বের হবে, ইনশাআল্লাহ।

১

অয়নের জীবন কাহিনী

অয়ন মা-বাবার একমাত্র আদরের ছেলে। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক সেই ছোটবেলা থেকেই। যখন ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত তখন থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ-তারা দেখতে থাকত আপন মনে। অয়ন এখন ভার্সিটিতে পড়ছে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াতে মা-বাবা অয়নকে বাধা দেয়নি। কারণ তারা অয়নকে ভালোভাবে জানে এবং বুঝে। তারা জানে অয়নের কিসে ভালো হবে। ছোটবেলায় খুব একটা ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল না অয়ন। তবে সময় বাড়ার সাথে সাথে অয়নের বুদ্ধির বিকাশ বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানকে অন্যরকম একটা মাত্রায় দেখা শুরু করে সে। ভালোলাগা ভালোবাসা, কৃষ্ণগহ্বরের এক বিন্দুতে কেন্দ্রভূতের মত তার কাছে লাগতে থাকে বিজ্ঞান। হঠাৎ মা একদিন তাকে বলে, অয়ন কয়টা ডিম নিয়ে এসে সেদ্ধ করতো। অয়ন ডিম সেদ্ধ করার সময় হঠাৎ লক্ষ করে ডিমকে যদি পানির তাপে তাপ দেয়া হয় তাহলে একই সঙ্গে দুইটা জিনিস সংঘটিত হচ্ছে। যেখানে পানি বাস্পায়িত হচ্ছে, সেখানে ডিম তরল উপাদনের খুব মিশ্রণ হওয়া সত্ত্বেও তা জমাট বাঁধে। প্রশ্নের শুরু কিন্তু কেন? আর এইভাবেই অয়নের মনে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক মানসিকতা সৃষ্টি হয় যা আজও বলবৎ। বিজ্ঞান হয়ত এমন কোনো বস্তু বা জ্ঞান নয়, যা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে অর্জন করা যায়। বিজ্ঞান হচ্ছে অনুভূতির একটা সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ। যার সঙ্গে এক অন্যরকম আবেগ জড়িত। ভাবনায় যার আত্মপ্রকাশ পায় বেশি। বিজ্ঞান হচ্ছে একটা প্রবাহমান নদীর মতো। এই নদীতে সবাই সাঁতার কাটতে যায়। কিন্তু এই সাঁতারের কৌশল কেউ রপ্ত করতে পারে আবার কেউ পারে না। যারা পারে তারা পৌছে যায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে। যার পারে বসে সমুদ্রের পটভূমি দেখতে থাকে। অয়নও সেই সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে থাকা একজন দর্শক।

২

ঘন্টা বাজতেই সতর্ক হয়ে গেল অয়ন। তাকিয়ে দেখলো Red Light বারবার On-Off হচ্ছে, মানে বিপদ নেমে এসেছে আমাদের স্পেসশিপের ওপর। স্পেসশিপের Bed Room থেকে বের হয়ে দেখলো টিমের সদস্যরা কন্ট্রোল রুমের দিকে যাচ্ছে। অয়নও ছুটে গেল কন্ট্রোলরুমে। কি হয়েছে ফাহিম? স্পেসশিপে হামলা হয়েছে মানে? মানেটা হলো Red gaint-রা আমাদের উপর হামলা করেছে। ক্যাপ্টেনের আদেশ মার্কারি বোমা নিক্ষেপ করতে হবে।

হ্যালো ক্যাপ্টেন, Red Gaint-রা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এর শাস্তি ওদের পেতে হবে বলল ক্যাপ্টেন। বোমার টার্গেট লক কর এবং ডুবিয়ে দাও ওদের ডার্ক ডাইমেনশনে $45^0 angel, east$ 3,2, 1 এখনই সময়। Red Planet পুরো Dark Dimension-এ ছেয়ে গেল। এক নিমেষে Red Planet হয়ে গেল Dark Planet। Red Gaint-এর দলপতি ক্যাপ্টেনের সামনে আত্মসমর্পণ করল এবং পুরো দল।

৩

তারিখঃ ১৮/১১/২০৪১ খ্রিঃ

অয়নের ভার্সিটিতে কাটানো একটি দিন,
অয়ন তোর পুরো নাম কিরে? কেন? না, এমনি কিউরেসিটি আর কি? মুহাম্মদ অয়ন। তাই বলে উঠল সাব্বি দুই বন্ধুর আলাপ চলছিল ভার্সিটির পুকুর পারে বসে। অয়ন বলল, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার ভূত আজকালকের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দাগ কাটে। আমিও এই দলের সদস্য, কিন্তু ভিন্ন পথে হাটছো কেন? কথায় এবং জিজ্ঞাসায় সাব্বি। উত্তরটা সোজা ভালোলাগা, ভালোবাসা দুটাই পদার্থে, বলল অয়ন। কেরিয়ার বা ভবিষ্যতে পদার্থ নিয়ে ভালো কিছু করাটা এখনকার প্রেক্ষাপটে কতখানি যুক্তিক তা বলা মুশকিল, বলল সাব্বি। হয়ত তোমার কাছে ভালোলাগায় লাভ খুঁজলে চলে না সাব্বি, বলল অয়ন। নিজের জন্য কিছু করা আর মানুষের জন্য কিছু করা দুটো আলাদা বিষয়। প্রথমটার মতাদর্শকই অধিকাংশ, দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে বিরল। বক্তব্যটা অয়নের। সত্যিই তুই পারিস। বলল সাব্বি। আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথায় আসলে যার ভালো লাগে সে পড়লে দোষ নেই। কারণ পরে খারাপ লাগাটা হয়ত কাজ করবে না, বলল অয়ন। সাথে যোগ দিল আর এক বন্ধু জাকি। পারমাণবিক বোমা বানানোর পরিকল্পনা আছে নাকি তোর অয়ন? জাকি জিজ্ঞাসা করল। হ্যাঁ আছে, তবে হাইড্রোজেন বা পরমাণু বোমা নয় মার্কারি বোমা। কি? মার্কারি বোমা সাব্বি বলল। সেটা আবার কি? জাকি বলে উঠল এটাও আবার সম্ভব নাকি? একদিন সম্ভব করে দেখাব আল্লাহ যদি চান। চল এবার যাওয়া যাক সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মাগরিবের নামাজ পড়তে হবে।

৪

তারিখঃ ২০/০৩/২০৫০খ্রিঃ

বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র

ভাষণ দিচ্ছেন মাহবুবুল আলম খান- (বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র প্রধান) শুভ সন্ধ্যা, আশা করি বাংলার মানুষ ভালো আছেন। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো হচ্ছে যে, বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছে। সেখানে জীব মানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আমাদের টিম নতুন গ্রহের নাম দিয়েছে Red Planet মূলত এই নাম দেওয়ার কারণ গ্রহের পৃষ্ঠ সম্পূর্ণভাবে লাল এবং তাকে কেন্দ্র করে ঘোরা উপগ্রহগুলো গোলাপী লাল যা আমাদের ছায়াপথে বিরল। গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে আমাদের ছায়াপথের একেবারে শেষ প্রান্তে। যেটা পৃথিবী থেকে ১০০ কোটি আলোক বর্ষে দূরে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের নবযান তৈরি হচ্ছে যা মূলত প্যারালাল অ্যাটম এর মাধ্যমে Red Planet এর বি ৯৯ নক্ষত্রের চতুর্থ কক্ষপথে ঘূর্ণয়ণরত Red Planet হতে ১০০০ কি.মি. দক্ষিণ পুর্ব অঞ্চলে মহাশূন্য উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে সেখানে যাওয়ার জন্য টিমও প্রস্তুত করা হচ্ছে। টিম এবং ভ্রমণ সময় অতিনিকটবর্তী সময়ে জানানো হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।

৫

তারিখঃ ২১/০৬/২০৪৬ খ্রিঃ

অয়নের ভার্সিটি পড়া শেষে বিদায়ী মুহূর্তে,

Student of the year মুহাম্মদ অয়ন। অয়নকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গোল্ড মেডেল নেওয়ার জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ স্যার, অসাধারণ রেজাল্ট Allah bless you, my son। অয়নকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। সে যেন তার সফলতার রহস্যটা আজকে সবার সামনে বলে। বিশেষ করে তার ব্যাচমেটের সামনে। ধন্যবাদ, রহস্য উদঘাটন গোয়েন্দার কাজ, আমার ব্যাচমেটদের আমি তাই ভাবি পদার্থের গোয়েন্দা। তারা সবাই ভালো। আমি মূলত তাদের পক্ষেরই একজন। চার বছর জানি অনেকটা সময় নয় আবার ছোট করে দেখলে কম সময় নয়। ভাবলেই অবাক লাগে আজ আমার ভার্সিটির শেষ দিন। কঠোর পরিশ্রম এবং কৌশল আমার সফল নামক আত্মতৃপ্তির দুটি কারণ। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ।

৬

Red Planet,
কিংসা পৃথিবীর মানুষ জানতে পেরেছে আমাদের। কিভাবে? আমরা তাদের বেতার তরঙ্গ রিভিড করেছি। আমরা মূলত ভেবেছিলাম এটা কোনো বি ৯৯ এর রেডিয়েশন। আমরা ভুল প্রমাণিত হই যখন তার ভাষা ব্যবহার করে আমাদের সংকেত পাঠায়। আমরা তাদের সাথে তথ্যে আদান প্রদান করেছি। আমাদের বি-৯৯ এর সকল তথ্য তাদের প্রেরণ করেছি। তারা একটি বার্তা পাঠিয়েছে... আমরা তাদের অন্য বার্তায় আসতে নিষেধ করেছি। বার্তায় কি লিখেছে? ... শেষ লাইনটা আমরা আসছি। এক গুলি RT ক্যাপ্টেন ওলায়ের বুকে আর Red Planet এর মাটি হয়ে গেল সে। কিংসা কি করলেন বলে উঠল লাকলি। ভুল মরণের সঙ্গী। এই Red Planet এত বড় ভুলতো মরণের অধিকার Red Gaint দের প্রস্তুত থাকতে বল। হিংস্রাদের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। বুঝতে পেরেছি কিংসা।

৭

তারিখঃ ১০/০৪/২০৫০ খ্রিঃ

প্যারালাল অ্যাটম,

Mechanics Room আপনাকে স্বাগতম, মাহবুবুল আলম। ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন রায়হান। কাজ কত দূর? স্পেসশিপ বানাতে আর কতদিন লাগবে? ক্যাপ্টেন বড় জোড় দুই সপ্তাহ। আমাদের স্পেসশিপটা হলো কোয়ান্টাম সংকরের সমন্বয়ে গঠিত। যা মূলত তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা তৈরি, আর তা হলো বেরিলিয়াম, জিংক এবং সোনার সমন্বয়ে তৈরি। এখানে ধারা ব্যবহার করে মৌলিক পদার্থগুলো নেওয়া হয়েছে, ধারাটি হলো n, n+2, n+4... এখানে n =2, n মূলত এখানে পর্যায়। n পর্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে বেরিয়াম, n+2 থেকে জিংক আর n+4 থেকে সোনা। স্পেসশিপের উপরের উপাদান বেরিলিয়ামের তৈরি, নিচে জিংক এবং পিছনে সোনার উপাদান। ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম বেগকে কাজে লাগানো হয়েছে এখানে। আর যার নাম দেয়া হয়েছে স্পেসশিপ-বি। আমরা বোর তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছি $\left[mvr = \frac{nh}{2\pi}\right]$

আর আমরা যাচ্ছি কিভাবে? জিজ্ঞাসা করল, মাহবুবুল আলম। প্যারালাল এ্যাটম এর মাধ্যমে বলল ক্যাপ্টেন রায়হান। প্যারালাল এ্যাটম বলতে মূলত একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর সমান্তরাল অক্ষ বরাবর অবস্থান করে এখানে। সম্ভাবনা কাজে লাগানো হয় এই অবস্থানে। ধরুন, পৃথিবীতে একটি কণা বা পরমাণু অবস্থান করলে অন্য একই ধর্মের পরমাণু কোথায় কোন গ্রহে অবস্থান করছে তা জানা হয়ত সম্ভাবনা। জানা সম্ভব হবে যখন জটিল ও বাস্তব সংখ্যার যোগফল শূণ্য হবে।

$$x + iy = o \qquad \underline{x + iy + iz^{2} = 0}$$

$$[x = -iy] \qquad \text{বা } x + iy - \dot{z} = o \qquad [i = o]$$

[বা (x)= z]

তবে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে সমীকরণ টিকে দ্বিঘাত বিশিষ্ট হতে হবে। আর [iএর মান শূন্য ছাড়া অন্য কিছু হতে পারবেনা] এই জটিল প্রক্রিয়ায় কোয়ান্টাম দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হবে দুটি পরমাণু বা কণা প্রবেশদার পৃথিবীতে আর বেরোনোর দাড় থাকবে অন্য কোনো Univers এ। মূল বিষয়টা হলো জটিল সংখ্যাটিকে শূন্য পরিণত করতে হবে। যার ফলে বাস্তব এবং জটিল সংখ্যার দ্বিঘাত অংশটি পরস্পর সমান হবে। যার ফলে পৃথিবীর পরমাণুকে কিছু আলোকরশ্মি ডাটা ট্রান্সমুড করে অন্য কণার নির্দিষ্ট অবস্থানে অবস্থান করানো সম্ভব। যার ফলে পৃথিবীর যেকোন বস্তু পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য পরমাণুর অবস্থান করবে এবং সেই পথেই বের হবে। বর্ণনা শুনে ভাল লাগল ক্যাপ্টেন, বলল মাহবুবুল আলম Thanks Sir। আর একটা চমক কিন্তু আছে Chif, বলল ক্যাপ্টেন রায়হান কি সেটা? মার্কারি বোমা, কি? তাও আবার সম্ভব।

৮

Red Planet এ বাংলা যাচ্ছে?

পত্রিকা "প্রকাশক" ৩০/০৩/২০৫০খ্রিঃ

প্রতিবেদক, শরীফ আহমেদ

Red Planet হলো পৃথিবীর মতো প্রাণের অস্তিত্ব ধারণকারী প্রথম কোন গ্রহ। যা পৃথিবী থেকে ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আকাশ গঙ্গা ছায়া পথের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বি-৯৯ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে মোট পাঁচটি গ্রহ আবর্তণ করছে। অন্য গ্রহগুলো হলো RM Planet, BW Planet P25 Planet, C12 Planet উপগ্রহ বলতে শুধু Red Planet এর একটি এবং C12 Planet এর দুটি আছে। তত্ত্বগুলো বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র যা পাঠানো হয়েছে RT [Red Transform] থেকে সঙ্গে একটি বার্তা ছিল এবং শেষ লাইনটা আসবে... তারপর থেকেই RT সঙ্গে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছেনা। স্বাগতমটা স্বাগতমের মতো হবে কিনা এখন এটা প্রশ্নবিদ্ধ? বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র প্রধান অবশ্য এমন প্রশ্নকে প্রশ্ন ভেবে ভুয়া আতঙ্ক ভেবে বাতাসে উড়িয়েই দিয়েছেন। মাহবুবুল আলম খান কড়া ভাষায় বলেছেন, আমাদের টিম যাচ্ছে এবং এই নিয়ে বাংলা একদিন গর্ব করবে আশা করছি।

৯

তারিখঃ ১৩/০৪/২০৪৮ খ্রিঃ

অয়নের বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র তে ইন্টারভিউ

আমি কি আসতে পারি স্যার? আসুন। বসুন এবং দয়া করে পানি খান। ভুলটা কোথায় বলুনতো। বললেন মি. নাবিল। বয়স প্রায় ৫৫ কি ৬০ এরকম হবে। পানি পান করুন এখানে। তো আপনি বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র তে যুক্ত হতে যান প্রশ্ন করল ৩৫ কি ৪০ এর কাছাকাছি মিসেস. ছারা। নামগুলো তাদের সামনে ত্রিকোণ আকৃতি কাগজে সুন্দর করে লেখা ছিল। জি, হ্যাঁ। কেন, বলুনতো? বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র টা কি? প্রাণ নয় প্রাণীর সন্ধান করে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র গভীর মহাবিশ্বের রহস্য উৎঘাটন করে বের করে সেখানে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিশ্ববুকে ছড়িয়ে দেয়। Interesting Answer শুনে ভাল লাগল। বলল মিসেস ছারা। আপনার রেজাল্টতো খুব ভালো। ধন্যবাদ স্যার, বললাম হাকিম সাহেবকে যার বয়স মোটামুটি ৬০ উর্ধ্ব হবে আমি ভুল না করলে। Gentleman বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র কে আপনি কি দিতে পারবেন? প্রশ্ন করলেন মি. নাবিল। কিছু সময় আর বিশ্লষণের দক্ষতামূলক কর্মকান্ড যা সাদা কাগজের পাতায় কালো দাগে লেখা এছাড়া দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই। আমার পক্ষ থেকে হ্যাঁ, মি, নাবিল বললেন। আমিও হ্যাঁ হাকিম সাহেব বলল, হ্যাঁ, মিসেস ছারার মুখ থেকে। ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ। তো কবে জয়েন্ট করবেন। তার Date টা ঠিক করতে হবে এখন বলুন আপনার কি ইচ্ছা মি. অয়ন? জিজ্ঞাসা করলেন মি. নাবিল। এই মাসের শেষে আল্লাহ যদি চান। ধন্যবাদ আবার দেখা হবে বললেন হাকিম সাহেব।

১০

তারিখঃ ১৮/০৩/২০৫০ খ্রিঃ
বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র খুঁজে পেল Red Planet,

এক দুপুরে কম্পিউটার রুমে,

ক্যাপ্টেন, অনবরত কেউ আমাদের তরঙ্গ সংকেত গ্রহণ করে চলেছে এবং তারা আমাদের ভাষা বুঝতে পারছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে তারা সংকেত পাঠাচ্ছে আমাদের তাও আবার আমাদের ভাষার মাধ্যমে। কি বলছ? ফাহিম কারা হতে পারে? এলিয়েন, বলে উঠল সবচেয়ে বয়স্ক বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর সদস্য হাকিম সাহেব। কি পাঠাচ্ছে তারা? তাদের সকল তত্ত্ব উপাত্ত। আর সেটা আসছে কতদুর থেকে প্রায় ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে। তারা সংকেত পাঠাচ্ছে কিভাবে সে ব্যাপারে কিছু জানা গেল ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল। না তবে অতি তাড়াতাড়ি জানা যাবে। তারা কি আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ করছে? ক্যাপ্টেন বলল। মনে তো হয়না। উত্তর দিল হাকিম সাহেব। কারণ আমাদের পদ্ধতিটা হলো বেতার তরঙ্গের জটিল অবস্থা। বেতার তরঙ্গকে ফোটন কণায় রুপান্তর করা এবং একটি ফোটন কণাকে আর একটি ফোটন দ্বারা ঠাক্ক দিয়ে ফোটন কণার গতিকে বৃদ্ধি করা। যা ১০০ কোটি আলোকবর্ষকে মোটামুটি ১ মাসে কাভার করতে পারে। তার মানে আমাদের ১ মাস আগে পাঠানো খবর তারা আজকে পাবে। কিন্তু তারা যে বার্তা পাঠাচ্ছে তা তাৎক্ষণিক এবং তা বুঝা যাচ্ছে। আপনি কিভাবে বুঝলেন? ক্যাপ্টেন বলল। কারণ আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটারেন Time Speed মাপক যন্ত্র উপস্থিত এর ফলে এটা বলা সম্ভব হচ্ছে তবে চিন্তার বিষয় তাদের বার্তা পাঠানোর সময় প্রায় শূন্য যা পৃথিবীতে অসম্ভব। তাহলে, তাহলে আর কিছুই নয়। ক্যাপ্টেন বললেন, প্রস্তুতি নিন হাকিম সাহেব এই ভ্রমণের জন্য। স্যার, তারা একটি বার্তা পাঠিয়েছে।

"তোমরা কারা আমরা জানি না। জানার প্রয়োজন বোধও করছিনা। তোমাদের বেতার তরঙ্গকে বি-৯৯ এর রেডিয়েশন ভেবে তথ্য আদান প্রদান

করেছি যা আমাদের বড় একটি ভুল। তোমাদের বার্তায় Red Planed এ আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে যা অযৌক্তিক। আমরা তোমাদের আসতে মানা করছি। আমাদের এই সুন্দর Planet এ। সুতরাং তোমরা আসবে না।"

যাক ভ্রমণটা আর হচ্ছে না, হাকিম সাহেব বলল। হচ্ছে এবং হবে ক্যাপ্টেন বলে উঠল। কি বলছেন ক্যাপ্টেন, সোজাভাবে মানা করা হয়েছে আমাদের বলল হাকিম সাহেব। মানা মানছে কে? ক্যাপ্টেন বলল। তবে এটা কিন্তু আমাদের বিপদ বয়ে আনতে পারে, হাকিম সাহেব বলল। যা হবে পরে দেখা যাবে, কথাটা গোপন থাকাটাই ভাল। আর বার্তার অংশটুকু কেটে মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দাও। It is my order। ফাহিম Ok Sir তবে ক্যাপ্টেন হাকিম সাহেব বলে উঠার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন বললেন শান্তি নিকেতনে যাওয়ার সময় হয়ত হয়ে এসেছে আপনার। কারণ ক্যাপ্টেনকে অমান্য করেছেন আপনি। চুপচাপ থাকুন। আর সম্মানের সাথে retirement নিন নয়তো উল্টো পথটাও জানা আছে আমার।

[প্রযুক্তির ব্যবহার]

Speed News Link:

বেতার তরঙ্গের জটিল অবস্থা

একটি কণা V_1 গতিতে গতিশীল তাকে V_2 বেগের আর একটি কণা দ্বারা আঘাত করার ফলে নতুন গতিবেগ দাড়ায়। $V = V_1 + V_2$ যা V_1 গতির চেয়ে বেশি। সেটা দিগুণ হারে বা তিনগুণ হারে বাড়তে পারে। এভাবে যখন কণাটি আলোর গতিতে পৌছাবে তখন পরস্পর [ধরুন V_1 কে V_2 ধাক্কা দেয়, V_2 কে V_3 এভাবে শিকল বদ্ধভাবে চলতে থাকে] কণাগুলো আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে পৌছে যায়। এখন যদি V_1 কে শিকলবদ্ধ কণার মধ্যে থেকে প্রবণতা তরঙ্গ > দৃশ্যমান তরঙ্গ > এক্সরশি > জটিল জগতে প্রবেশ করে। তখন কণাটি কণারুপে নয় তরঙ্গরুপে বিস্তার করে। কারণ কণাটি এতই ছোট আকারে বিস্তার করতে থাকে যা তরঙ্গরূপে সম্বোধন করা যায়। তরঙ্গটি যখন এক্সরশ্মিতে রূপান্তর হতে থাকে, তখন থেকেই তার ভর শূন্য থেকে ঋণাত্মক দিকে ধাবিত হতে থাকে বাস্তব জগৎ থেকে অবাস্তব ও জটিল প্রবেশ করে তরঙ্গ ধর্ম। যার গতি সত্যি বলতে আলোর গতির বেশি। আপেক্ষিতার সূত্র এই ব্যাখ্যা বুঝতে ব্যর্থ যদিও কোয়ান্টাম জগৎ এই যুক্তির পক্ষে আর এখন এটা সম্ভব হচ্ছে কোয়ান্টামের অগ্রগতির জন্য।'

১১

তারিখঃ ১৫/০৬/২০৫০ খ্রিঃ

Red Gaint-দের পৃথিবী আক্রমণ,

অয়ন ওটা কি? কোথায় বাবা? আকাশে স্পেশসিপ! বলল অয়ন একটা ফোন কর বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র তে দেখ কি হলো? বাবা বলল। ফাহিমকে ফোন করছি ফোন তো ধরছেনা। মুহূর্তে এক কম্পনে পুরো ঢাকার দালানকোঠা ভেঙ্গে ধসে একাকার। গোলাগুলি হচ্ছে চারিদিকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী সবাই এ্যাটাক করল Red Gaint দের। একটা করে গুলি করছে টার্গেট করে পৃথিবীর বিমানগুলোর উপর, পুরো গলে যাচ্ছে। অসহায় পুরো Army Team কেউ হয়তো বেঁচে নেই। সাধারণ মানুষের উপরে হয়ত হামলা করবে এই কালো ড্রেসধারী গা, মাথা লাল Gaint দের দল। পালাও বাবা অয়ন দৌড়া... বাঁচাও আমাকে বাঁচাও কংক্রিটের দেয়ালের নিচ থেকে আর্তনাদ করছে এক মহিলা। অয়ন এগিয়ে গিয়ে কংক্রিটের দেয়াল ওঠানোর চেষ্টা করল পারল না। ধাম আর একটা ভূমিকম্প। সব ধুলায় উড়ে গেল ঢাকার বিল্ডিং। অয়নের উপরে থাকা আর একটা ক্রোকক্রিটের দেয়াল এসে পরল ঠিক অয়ন ও তার বাবার সোজাসোজি। দৌড়া...। ধ্বস করে পড়ল আর একটা ক্রোকক্রিট। যার নিচে ছিল ওই মহিলা। আর্তনাদ থেমে গেল রক্ত বের হচ্ছে ক্রোকক্রিটের দেয়ালের নিচ দিয়ে। চল এখান থেকে অয়ন, বাবা বলল। অয়ন স্তম্ভিত হয়ে গেল। দাড়িয়ে আছে এক দৃষ্টিতে ক্রোকক্রিটের দেয়ালের দিকে। তার বাবা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে এক নিমেষে মৃত্যুর ডাক পড়ে গেল। Red Gaint এর সদস্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেল অয়ন ও তার বাবাকে। তারা গুলি করল অয়নের দিকে। বাবা তার সামনে দাঁড়াল সাথে সাথে কালো ধূলোয় মলিন হয়ে গেল অয়নের বাবা। আর একটা গুলি করল এবার অয়ন লাফ দিল, তার ডান দিকে। অয়নের পেছনেই ছিল আর্মির দল এক লেজার গ্রেনেডে অর্ধ সদস্য উড়িয়ে দিল Red Gaint দের।

তারা এরকম আরো দুটি ছুড়ল। Red Gaint দের সদস্য হাওয়ায় মিলে গেল। অয়নকে আর্মির দল উদ্ধার করল। তখনও অয়ন স্তম্ভিত হয়ে আছে। পিটপারা ধরে তারা গাড়িতে তুলে সোজা বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর দিকে রওনা হল। অয়ন, অয়ন আপনি ঠিক আছেন? না বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল গাড়ির বেসমেন্ডের উপর।

১২

তারিখঃ ০১/০৭/২০৫০ খ্রিঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে আমেরিকার সেনাসদস্য কর্ণেলের সাক্ষাৎ হোয়াইট হাউজে।

প্রেসিডেন্ট : কারা ওরা? আর পৃথিবীর আক্রমণের কারণ?

কর্ণেল মি. ওলিয়াম- ওরা Red Planet এর Red Gaint এর দল। যা জানা গেছে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র থেকে। বাঙ্গালীরা তাদের সাথে কথা বলেছে, Red Planet এ যাওয়ার ব্যক্ত করে একটি বার্তা পাঠায়। বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর মতে তারা আক্রমণ করেছে হঠাৎ করে। তারা এমন কিছু করবে বুঝতে পারেনি।

প্রেসিডেন্ট: আমেরিকার মুশোল গুনতে হয়েছে এর জন্য। হাজারো লাশ রাস্তায় পড়ে ছিল। কিছু লাশ তো দাফনও করা হয়নি। আর ওই হিংস্র প্রাণীগুলো কারা?

কর্ণেল মি. ওলিয়াম: সে ব্যাপারে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র কিছুই জানে না বলেছে। শুধু এটুকু বলতে পেরেছে তারা তাদের প্রাণীসদৃশ্য সেনাসদস্য যারা Red Planet এ বন্দি অবস্থায় ছিল।

প্রেসিডেন্ট: টিম প্রস্তুত কর। বাঙ্গালীরা একা নয় আমেরিকানরাও Red Planet এ যাবে। NASA কে এ বিষয়ে Inform কর এবং FBI কে এর সঠিক তদন্ত করতে পাঠাও আসলে এর ভেতরের রহস্যটা কি?

কর্ণেল মি. ওলিয়াম : শুধু আমরা নই, স্যার। সোভিয়েত, চীন, ইরান, ইংল্যান্ড সহ সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে যাবার জন্য। তারা টিমও প্রস্তুত করেছে এবং যানও। সময় শুধু যাওয়ার অপেক্ষায়। কারণ Red Planet রা পুরো পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছে। বিশ্বে এরকম অর্থনৈতিক ক্ষতি এর আগে কখনো হয়নি। সবাই হামলার দিন গুণছে।

প্রেসিডেন্ট : বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র র কি খবর?

কর্ণেল মি. ওলিয়াম : তারা প্রস্তুত আছে। আর সাথে আছে মার্কারি বোমা। যা পুরো Red Planet কে একাই গ্রাস করতে প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্ট : মার্কারি বোমা! সেটা আবার কি?

১৩

১ মাস পর
তারিখঃ ১৫/০৭/২০৫০ খ্রিঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশন রাত আটটার খবর প্রচার শিরোনাম-

[আমি তামান্না শুরুতেই শিরোনাম-

পুরো বিশ্বের উপর হামলা করেছে Red Planet এর Red Gaint রা দায়ী বাংলার বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র....... এবার বিস্তারিত।

পুরো বিশ্বের উপর হামলা করেছে Red Planet এর Red Gaint দায়ী বাংলার বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এমন প্রতিবেদন করেছে FBI। আরো বিস্তারিত জানাচ্ছেন শামীম চৌধুরী, বাংলাই নাকি এই বিশ্ব কাঁপানো হামলার দায়ভার গ্রহণ করতে হবে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন FBI প্রধান পিটার জনসন। আমন্ত্রণের জায়গায় ভূয়াতত্ত্ব ফাস করেছে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এমনই বলেছে পিটার জনসন। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র প্রধান মি. মাহবুবুর আলম খানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন FBI তাদের মনগড়া গল্প বলছেন যা পুরোপুরি অনুচিত। মূল কথা হলো তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে তাদের পৃথিবীতে আগমন এবং এই অ্যাটাক আমাদের বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র টিমের বোধগম্য হচ্ছে না। বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র টিম এর জবাব দেবে এবং খুব ভালভাবে দেবে। পুরো বিশ্ব যেমন প্রস্তুত তেমনি বাংলার বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র ও প্রস্তুত তাদের প্রতিশোধের জন্য। শামীম চৌধুরী বাংলাদেশ টেলিভিশন। এবার অন্য প্রসঙ্গ...

১৪

তারিখঃ ১৭/০৬/২০৫০ খ্রিঃ

অয়ন চোখ খুলে দেখল তার মাথার উপর Heat Receiver। হাতে এক গাদা প্লাষ্টিকের টিউবের সাথে লাগানো সুঁই। স্যালাইন যাচ্ছে তার শরীরে পাশে তার মা বসে আছে। অয়ন, অয়ন বাবা দুই চোখ খুলেছিস। নার্স, ডাক্তার কোথায় আপনারা। নার্স-দেখি কি হয়েছে? আমি এখনই ডাক্তারকে ডাকছি। ডাক্তার এসে অয়নের হাত চেক করল হৃদস্পন্দন ঠিক আছে কিনা। সব কিছু ঠিক। He is out of danger. মা এসে অয়নের পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আমি ভেবেছিলাম তোকে আমি হারিয়ে ফেলবো বাবা। মা-বাবা কোথায়? বাবা তো ..... অয়ন এই বলে কান্না করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে খবর দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র তে, ক্যাপ্টেন অয়নের জ্ঞান ফিরেছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করে ডাক্তাররা জানালো। ফাহিম বলল, এখনই হাসপাতালে চল ক্যাপ্টেন বলল। কান্না করে না বাবা, মানুষ মরণশীল তাকে একদিন না একদিন মরতেই হবে, মা বলল। কিন্তু বাবা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে একি আপনি কান্না করছেন কেন? নার্স বলল। আপনি বাহিরে যান, Please মাকে নার্স বলল। আর এমন কান্নাকাটি করলে আপনি আবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন, চুপ করুন, Please চুপ করুন, পারলে ঘুমানোর চেষ্টা করুন।

কিছুক্ষণ পর,

Room No. 302 এর দরজা খুললেন ফাহিম আর ক্যাপ্টেন প্রবেশ করলেন এখন কি ও ঘুমাচ্ছে, অয়নের মাকে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন। জি একটু আগেই ঘুমিয়েছে ও। অয়নের মা বলল। তাহলে আমরা একটু অপেক্ষা করি কি বল ফাহিম, জি স্যার,

আধঘন্টা পরে,

ঘুম থেকে ওঠার পর, অয়নের মা তার পাশেই বসেছিল, ক্যাপ্টেন তার বাঁ পাশে। কেমন আছো, অয়ন? দেখতেই তো পারছেন স্যার। নিম্নস্বরে

বলল অয়ন। আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। অতি তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে হবে তোমাকে, বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র পরিবার তোমার প্রয়োজন বোধ করছে। আর বলতে গিয়ে অয়নের মার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ক্যাপ্টেন, মার্কারি ....। আজ তাহলে উঠি অয়ন, ভাল থাকবেন ক্যাপ্টেন, অয়নের মাকে বলল। আর অয়ন নিশ্চয় বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র তে দেখা হচ্ছে অতি শীঘ্রই, এই বলে ক্যাপ্টেন ও ফাহিম 302 No Room থেকে বেরিয়ে গেল।

[প্রযুক্তির ব্যবহার

Heat Receiver

তাপগ্রাহকিঃ যন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশোষণ করে যেটি ঐ বস্তুকে শীতল করতে সাহায্য করে মূলত 1^0C এই যন্ত্রের ঘর তাপমাত্রা। তাপমূলত সংস্পর্শের বস্তু বা কণাগুলো থেকে শোষিত হয়। ধরুন এক ব্যক্তি কোনো বিছানার উপর শুয়ে আছে। তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মতে ব্যক্তির তাপ বিছানার কোনো অংশে প্রবাহিত হবে, সেই প্রবাহিত তাপকে অনবরত শোষণ করতে থাকবে যন্ত্রটি। কিন্তু, কিছু নির্দিষ্ট সময় পর তা স্থির হবে। যার ফলে ঐ ব্যক্তির শরীরে শীতের অনুভূতি জাগ্রত হবে। আর এই স্থিরতা তাপ গ্রাহক যন্ত্রটি সক্রিয়ভাবে বুঝতে পারবে। 1^0C ক্ষেত্রে $\frac{১}{২৫}$ অংশ সংস্পর্শে বস্তুর তাপ বাকি $\frac{১}{৭৫}$ অংশ দুই বস্তুর সংস্পর্শ থেকে শোষিত হবে]

১৫

তারিখঃ ১৭/০৭/২০৫০ খ্রিঃ
কিভাবে হল এটা? জিজ্ঞাসা করলেন বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর প্রধান নির্বাহী মাহবুবুল আলম খান। এটা বলা মুশকিল, স্যার, বললেন ক্যাপ্টেন রায়হান। তারা ... তারা কাজটা করছে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই। গোটা বিশ্ব আমাদের প্রশ্নবৃদ্ধ করছে। আর FBI এর প্রতিবেদন নিশ্চয় দেখেছেন আপনি ক্যাপ্টেন। সহজভাবেই বলেছে তারা বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র নাকি মিথ্যাবাদীদের দল। কোনো উত্তর আছে আপনার কাছে ক্যাপ্টেন। প্রতিবেদনটা ভুল নাকি ঠিক সেটা প্রশ্নের জবাব নিশ্চয় এখানে হতে পারেনা। তা আপনি নিশ্চয় জানেন ভালোভাবে। মানে মানে স্যার। গোল টেবিলের প্রধান নির্বাহীর ডান পাশ থেকে বলে উঠলেন হাকিম সাহেব। তথ্য ভুল নয়। Red Gaint রা আমাদের যেতে বারণ করেছিল। কিন্তু তারপরও একটি বার্তা পাঠানো হয় ক্যাপ্টেনের আদেশে। সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয় পৃথিবীর মানুষ বড় কৌতূহলী। তাদের আবিষ্কারের নেশা অনেক, রক্তে রক্তে আর কি। আর তারা যা যায় তা আবিষ্কার করে এবং সেটা পরখ না করে ছাড়ে না। তাই আমরা আসছি। তোমাদের ভয় আমরা পাইনা।

কিছুক্ষণ পরেই Red Planet থেকে আর একটি বার্তা আসে "তাহলে আমরা আগে আসছি এবং ভয়টা কি তা আকাশ প্রান্তরে বুঝাব?"

তারপরে এই হামলা। কিছুক্ষণ নিরবতায় ছেয়ে গেল আলোচনা সভা। তার পরে মুখ খুললেন মাহবুবুল আলম। আপনি বহিষ্কৃত, ক্যাপ্টেন এখনই বেরিয়ে যান এই Meeting Room থেকে, এত বড় মিথ্যা পুরো পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। you are a lier, don't show your face any more in fornt of me, just get lost কিছু না বলে রায়হান room থেকে বের হয়ে গেলেন। আজ থেকে বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর ক্যাপ্টেন... হাকিম সাহেব। স্যার আমি? হাকিম সাহেব বলে উঠলেন। জি আপনিই উপযুক্ত একজন ব্যক্তি এই দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে। কি বলেন সবাই, বাকি চারজন উপস্থিত সভায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন।

তো আলোচনা সামনের দিকে এগোনো যাক, মাহবুবুল আলম বললেন। তারা কিভাবে এটা সম্ভব করল? এই বিষয়ে আমি একটা ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছি। অনুমতি দিলে বলতে পারি, বললেন মিসেস ছারা। sure কেন নয়? বলুন মাহবুবুল আলম বললেন। তো আমি যেটা ভেবেছি তাহলো তারা (Red Gaint) আপেক্ষিক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে এই পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেছে। তারা (Red Gaint) স্থানকালকে বক্র করেছে। Red Gaint এর যান গুলোতে হয়ত বিশেষ ধরনের পদার্থ ছিল যা এতটাই ভারি স্থান কালকে বাকাতে পর্যন্ত সক্ষম অন্যভাবে চিন্তা করলে Red gaint স্থান কালকে বাকিয়ে দেয়ার মতো শক্তি উৎপন্ন করেছে। [আপেক্ষিকার তত্ত্ব মতে $m = \frac{E}{c^2}$ যেখানে ভর শক্তির সমানুপাতিক] স্থানকালকে বক্র করে ১০০ কোটি আলোকবর্ষের পথকে কয়েক সেকেন্ডের পথে পরিণত করে যা মূলত ভবিষ্যতে যাওয়ার মূল পথ বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ তারা যে সময় পৃথিবীতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখনই Red Planet এ ফিরে যায়। যা কোয়ান্টামের জগৎ থেকেও অদ্ভুত। কোয়ান্টাম জগৎ দিয়েও কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় যেটা অন্যান্য দেশ করছে বললেন মি. নাবিল। যাই হোক তারা (Red Gaint) যেভাবেই আসুক আমার তাতে কোনো যায় আসে না। এখন আমাদের Red Planet এ যাওয়া উচিত কিনা? মাহবুবুল আলম সম্মতি চাইলেন। হ্যাঁ, বুঝানো উচিত পৃথিবীর মানুষ কি? বললেন হাকিম সাহেব। হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন মি. নাবিল। না, বললেন মিসেস ছারা। উত্তম আর অধমের পার্থক্য তাহলে কোথায়? অবশ্যই বললেন মি. স্বাক্ষর [বয়স তার ৫৫, বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য] আমার পক্ষ থেকে হ্যাঁ। মাহবুবুল আলম বললেন। আমরা যাচ্ছি বুঝাতে, আমরা আসলে কারা। টিম প্রস্তুত করার দায়িত্ব হাকিম সাহেবের। স্পেসসিপ তৈরির উপাদান কি পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে? হাকিম সাহেব কি বলবেল এ ব্যাপারে? জিজ্ঞাসা করলেন মাহবুবুল আলম। প্রয়োজন বোধ করছি না, হাকিম সাহেব বললেন যে মডেলে স্পেসশিপ তৈরি করা হয়েছে তা Perfect। প্রযুক্তির পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না। বললেন হাকিম সাহেব। ঠিক আছে, আমরা তাহলে পৌছানোর দিক দিয়ে প্রস্তুত। টিম সদস্য পরে প্রকাশ করা হবে। এই বলে মিটিং শেষ করলেন মাহবুবুল আলম। Meeting Room থেকে একে একে বেরিয়ে গেল বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্র এর জুরি সদস্যরা।

১৬

তারিখঃ ১৮/০৭/২০৫০ খ্রিঃ

আঙ্গেলা পুতিনো এর প্রতিবেদন

Red Planet vs World

পৃথিবী এবার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুদ্ধের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম এতগুলো দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে নিজেদের মধ্যে নয় বরং Red Planet এর সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশ প্রস্তুতি নিচ্ছে এককভাবে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হবে বি-৯৯ এর চতুর্থ কক্ষপথে। চীন, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইরান এবং বাংলাদেশ একত্রে চালাবে এই অভিযান। Red Planet এর Red Gaint রা পৃথিবীতে আক্রমণ করে আজ থেকে ৫ মাস আগে। এরই মধ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়াটা সাহসিকতা নাকি বুকের অন্তরালের ব্যাথা সেটাও একটি প্রশ্নের মুখে দাড় করিয়ে দেয়। বিশ্ববাসীকে ইউনেস্কো Red Planet এর উপর আগাম হামলার প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়েছে। তবে বিশ্ব নেতারা ইউনেস্কোর প্রতিবাদকে প্রতিবাদ না ভেবে একবাক্যে বলেছেন, Red Planet টের পাবে পৃথিবীর মানুষ কি করতে পারে। চীন তাদের স্পেসশিপ প্রস্তুত করেছে, এই অবস্থায় আমেরিকা, ইরান, যুক্তরাজ্য সবাই ওর্য়াম হোল ব্যবহার করে Red Planet এর অরবিটে পৌছানোর সিদ্ধান্ত নিলেও চীন ভেবেছে অন্যকথা, তারা সেখানে যাবার জন্য টেলিপোর্টেশন ব্যবহার করছে। যা তাদের এক্সটা সুবিধা দেবে বলে চীনের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে। আর বাংলাদেশ ব্যবহার করছে প্যারালাল এ্যাটল যদিও পাঁচটি দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশও সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যক্ত করেছে, তবে তা নাখোশ করেছে ইউনেস্কো। এই পাঁচটি দেশকেও অবশ্য না যাবার জন্য বলা হয়েছিল, তবে তাদের নেতাদের যুক্তিক ব্যাখ্যা আর্থিক ক্ষতি ও ভবিষ্যতে এরকম হামলার সম্মুখিন হতে যাতে না হয় সেজন্য এই যুদ্ধ প্রয়োজন। বলে ব্যক্ত করেছেন। আর

এই পাঁচটি দেশের প্রযুক্তিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত এবং Red Gaint এর হিংস্র থাবা তাদের উপরই বেশি পড়েছে। যুদ্ধটা World War III নয়, কারণ তা পৃথিবীতে সংঘঠন হচ্ছে না। যুদ্ধের নাম হতেই পারে Red Planet vs World। কে জানে কি হবে এই যুদ্ধের পরিণাম?

লেখক আঙ্গেলা পুতিনো ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড
তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক
অনুবাদকঃ আব্দুল্লাহ আল সামি

প্রযুক্তির ব্যবহার

[ওয়ার্মি হোলঃ দুইটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যবর্তী একটা সুরঙ্গ পথ। যা বর্তমান থেকে অতীত বা ভবিষ্যৎতের দিকে নিয়ে যায়। এখানে, একটা ব্ল্যাকহোল প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে অপর একটা ব্ল্যাক হোল বাহির হবার রাস্তা হিসেবে কাজ করে। মূলত স্থান কালকে বক্র করে দেয় এই ব্ল্যাক হোল। যার ফলে সৃষ্টি হয় একটা পথ, যা অতীত এবং ভবিষ্যৎতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট পৃথিবীর নিকটবর্তী ব্ল্যাকহলকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আর তার বাহির পথ আকাশ গঙ্গার শেষ প্রান্তের ব্ল্যাক হল।

১৭

তারিখঃ ২০/০৭/২০৫০খ্রিঃ

ফুটবল মাঠের সমান বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র কার্যালয়। Mechanics Room বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র কার্যালয়ের পূর্বদিকে একবারে 5 নম্বর Room। মাহবুবুল আলম নতুন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে সেই দিকেই রওনা দিলে কালো গাড়িতে চড়ে। Room এ প্রবেশ করা মাত্র বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র টিমের সদস্যরা দাঁড়িয়ে গেল এবং শুভেচ্ছা জানালো মাহবুবুল আলম এবং হাকিম সাহেবকে। কেমন আছো সবাই? মাহবুবুল আলম জিজ্ঞাসা করল। সবাই একসাথে উত্তর দিলো ভালো স্যার। Good, তো শুনো, তোমাদের নতুন ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছে আর তিনি হলেন হাকিম সাহেব। আজ থেকে তিনিই তোমাদের কমান্ড দেবেন। কারো কোন প্রশ্ন? Any one, No sir সবাই বলল। আগামী মাসের ১৫ তারিখে আমরা Red Planet এ যাচ্ছি এটা ফাইনাল। তো সেভাবেই প্রস্তুতি নাও সবাই। বললেন মাহবুবুল আলম। সবাই ভাল থাক। এই বলে মাহবুবুল আলম বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ room এর ভেতর নিরবতা বিস্তার করার পর, হাকিম সাহেব বললেন, স্পেসশিপ তৈরির টিমে কে কে আছ? তারা দয়া করে সামনে আস, একে একে নাম বল, লিডারের নাম Please,

লিডার ফাহিম আমি মোহাম্মদ করিম স্যার, হাবিব স্যার, নাকিব, লিজা কারীম স্যার।

তোমরা তোমাদের কাজের ডকুমেন্ট আজই আমার কাছে জমা দেবে, সন্ধ্যা 7.00 এর মধ্যে। ঠিক আছে বলল স্পেসশিপের সদস্যরা। তোমরা কাজে ফিরে যেতে পার। এবার স্যুট তৈরির টিমের সদস্যের নাম Please—

লিডার মাহি, করিম, আলিম, লিমন, আখি, ফাহমিদা হাকিমী স্যার।

তোমাদের কাজ কতদূর মাহি? জিজ্ঞাসা করলেন হাকিম সাহেব। প্রায় শেষ স্যার। বলল, মাহি। আজ ডকুমেন্ট জমা দেবে তোমাদের কাজের ঠিক আছে। জি স্যার, উত্তর দিল মাহি। Please back to the work

Road to the Red Planet তৈরির team please–

রিফাত the leader of team স্যার, কাবীর বিশ্বজিৎ, হিমাদ্রি, নায়িম। তৈরির প্রক্রিয়া কি সম্পূর্ণ? জি স্যার, প্যারালাল অ্যাটম এর এ্যান্টিগ্র্যাডেটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু পরমাণুগুলোকে সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থান করার অপেক্ষায় আছি। যার ফলে আমরা Red Planet এ পৌঁছাবো এই দিনের অপেক্ষায় আছি। বলল রিফাত। Good, আমার অফিসে তোমাদের কাজের ডকুমেন্ট চাই আজই। ইনশাআল্লাহ পাবেন।

আর সবশেষে মার্কারি বোমা তৈরির টিম। তোমরা যা করছ তা কিন্তু এই Planet এর গর্ব বলে সাব্যস্ত হতে পারে। জানি না, তোমরা কিভাবে এটা করছ? তবে হ্যাঁ আমি এই বিষয়ে জানতে চাই এই কাজের ডকুমেন্ট আজ আমার অফিসের রুমে চাই, সাথে পুরো ডিটেলস সহ। এই কাজের ব্যাপারে জানতে সবাই আগ্রহী। আমিও এর বিপরীতে নয়। টিম please মোহাম্মদ অয়ন স্যার টিম লিডার, ফারুখ, হাসিব, আদিল, সামি, নজরুল ইসলাম। অয়ন তোমার সঙ্গে আমার Personal কথা আছে। আজ অফিস রুমে চলে এসো ঠিক 7.00 টায়। বললেন হাকিম সাহেব। ঠিক আছে স্যার, আমি চলে আসব; বলল অয়ন। কথা শেষ করে Mechanical Room থেকে বের হয়ে গেলেন হাকিম সাহেব।

১৮

CNSA (চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)।

সময় তখন, ৮টা বেজে ৮ মিনিট ৮ সেকেন্ড CNSA এর স্পেসশিপ টেলিপোর্টেশন ব্যবহার করে Red Planet এর কক্ষপথ Locate করা মাত্রই হাওয়া।

এক মাস পর,

খবর পাওয়া গেছে অয়ন– ফাহিম বলে উঠল। CNSA এর অফিসিয়াল Website এ Red Planet এর বিবরণ তারা লিখেছে। তাতে কি লিখেছে তারা? জিজ্ঞাসা করল অয়ন।

আমাদের ওয়াং পিং স্পেসশিপ যখন Red Planet এর কক্ষপথে উপস্থিত হলো, তখন অন্ধকারে ঘিরে ধরল আমাদের। অন্যরকম অনুভূতি, পৃথিবীর চেয়ে বেশি চাপ অনুভব করছি আমরা। কক্ষপথ গুলোর পরিবেশ পানি ও বায়ু মিশ্রিত কোনো নতুন পদার্থ হবে। যার নাম দিয়েছি ব্রেজা (পানি ও তরলের সংমিশ্রণে তৈরি)

মাছ আকৃতি স্পেসশিপটা এই কক্ষপথে চলতে খুব একটা বেগ পাচ্ছে না। যার ফলে Red Planet এ পৌছাতে সময় লাগল পুরো একদিন। আমাদের স্পেসশিপটা Red Planet এ পৌছামাত্র আমরা যা দেখলাম তা সত্যই অদ্ভুত। Red Planet বৃত্তের দুই অংশের মত। যার একদিকে Red Gaint দের বাস, অন্যদিকে গাছপালার মতো ঠিক গাছপালা নয় এমন কিছু। সেখানে জীব জন্তুও হয়ত থাকতে পারে। Red Planet তারপর কি ফাহিম? আবারও জিজ্ঞাসা করল অয়ন এই পর্যন্তই তাদের ওয়েব পেজে প্রকাশ করেছে। এটার মানে এই দাঁড়ায়, ওয়াংপিং স্পেসশিপের সেন্সর নষ্ট হয়ে গেছে না হয় তারা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হওয়ার প্রসঙ্গ এখানে উঠছে কিভাবে? CNSA এর স্পেসশিপে সেটা ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত আলোকে বক্রপথ পাঠিয়ে এটাকে প্রশ্ন করল ফাহিম। তখন উত্তর

দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছিনা সময় হলে জানতে পারবে অদৃশ্য করবে। কিন্তু সেটা অবলোহিত আলোকে পারে না কি বললে অয়ন? বিষয়টা ক্যাপ্টেনকে জানানো দরকার। বলল অয়ন। দুজনে অয়নের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কালো মার্সেডিজ নিয়ে ছুটল বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র অফিসের দিকে।

[প্রযুক্তির ব্যবহার]

টেলির্পোটেশনঃ টেলির্পোটেশন হলো এমন এক মাধ্যম যার মাধ্যমে কোনো বস্তুকে বা প্রাণীকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চোখের পলকে স্থানান্তর করা যায়। সহজ বাংলায় বলতে গেলে উধাও হয়ে যাওয়া। টেলির্পোটেশনের প্রাথমিক ধারণাগুলো আসতে থাকে ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে। বাইবেলে এর ধারণা আছে। আর কুরআনে এর ধারণা দেয়া হয়েছে আরও সুন্দর ভাবে। কুরআনের মধ্যে সূরা আন-নামল এ নবী সুলাইমান (আঃ) যখন সাবারানী বিলকিসের সিংহাসন আনতে নির্দেশ দেন তার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই। তখন যে সভায় তিনি এই ঘোষণা দেন, সেই সভায় উপস্থিত একজন বিজ্ঞ লোক তা নিয়ে আসতে রাজি হয়। নবী সুলাইমান (আঃ) চোখের পলক ফেলার আগেই বিজ্ঞ লোকটি ঐ সভায় বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসেন সূদূর সাবা থেকে। আর যা মূলত টেলির্পোটেশনই নির্দেশ করে।

১৯

তারিখঃ ২০/০৭/২০৫০খ্রিঃ
রাত-7.00। অফিসরুমে হাকিম সাহেবঃ অফিসের চেয়ারে বসা মাত্রই টেবিলের উপর রাখা চার চারটি ডকুমেন্ট হাকিম সাহেব পেলেন। আসব স্যার? আরে অয়ন যে এসো। কি খবর বল? কেমন আছ? আল্লাহর রহমতে ভাল। তোমার বাবার কথা শুনে আমি সত্যিই হতাশ হয়েছিলাম। কি ভালো মানুষটাই না ছিল তিনি। আসলে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা...। বলতে বলতে অয়নকে থামিয়ে দিল হাকিম সাহেব। যাই হোক অয়ন এবার তোমার মার্করি বোমা নিয়ে কিছু বল। আচ্ছা ভালো কথা অন্য টিমগুলোর ডকুমেন্টগুলো দেখ আগে। স্পেসশিপ তৈরির টিম থেকে জমা দেয়া ডকুমেন্ট।

কোয়ান্টো গ্রেভিটো স্পেসশিপঃ স্পেসশিপটি দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। প্রথম, একটি বড় আকৃতিতে অবস্থান করবে যা মূলত তার নিজ আকৃতি। কিন্তু যখন স্পেসশিপ কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন তা ইলেকট্রন রূপান্তর হবে। Control Unit এর মাধ্যমে এটা করা হবে অনায়সে। স্পেসশিপ এর গঠন গোলাকার। তিনটা পারস্পরিক স্তর দ্বারা এটি গঠিত। স্পেসশিপে মোট তিনটি ইঞ্জিন। প্রতিটি সার্কেল আকৃতির কোরের চারপাশে পাঁচটি উপবৃত্ত যার নাম দেয়া হয়েছে পেন্টাঅ্যাগ সুদ্ধ বাংলায় বলতে গেলে পাঁচটি ডিম আকৃতি ইঞ্জিল স্বরূপ। বাংলায় পাঁচটি ইঞ্জিন। স্পেসশিপকে আলোর বেগের ১/৩ অংশ বলে পিছনের দিকে ধাক্কা দিবে। কয়েক'শ সৈন্যবহন করতে প্রস্তুত স্পেসশিপ- বি।

কোয়ান্টাম স্পেস স্যুটঃ প্রথমে নাম দিয়ে শুরু করা যাক। মিশন Red Planet এ আমাদের স্পেস স্যুটটির নাম হলো রেডিক স্যুট। পুরোটাই লাল স্যুটের হেলমেট ও মুখোশ, মাথা ও মুখের সাথে এটে থেকে Protect করতে প্রস্তুত পুরো শরীর। হেলমেট এর মধ্যকার চশমাটা Red Planet এর পরিবেশের জন্য দারুণ উপকারী, অদৃশ্য Red Clock দের দেখতেও চশমাটা কার্যকরী। বুকের কাছে ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ইউনিট পুরোটাই ন্যানো

প্রযুক্তির কার্যকরণ দুই হাতেই থাকছে কন্ট্রোলের চাবিকাঠি। অ্যালমিনিয়ামে ও সুতার তৈরি স্যুটটি শরীরকে পুরো আবৃত করে রাখবে। কন্ট্রোল ইউনিটে একটা স্পেশাল বাটন আছে, যাতে টিপ দেয়া মাত্রই একজন আস্ত মানুষ ইলেকট্রন কণায় রূপান্তরিত হবে। আর ঐ একই বাটনে টিপ দেয়া মাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বিরাজ করবে। শীত বা গরম নয় বরং নাতীশ্ম অনুভূতির স্যুটটি। আর পায়ের প্রোটেক এর জন্য আছে রাবারের তৈরি বুট। যা শত্রুপক্ষের সঙ্গে Fight করতে এবং অনায়াসে চলাফেরা করতে বুটটি উপযুক্ত বলে ভাবছি।

লোকেট মেশিনঃ প্যারালাল এ্যাটম বি-৯৯ এর কক্ষপথে লোকেট করবে এই মেশিন। কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করার আগে বলে নেই এই মেশিনটি আসলেই একটি যাদুর মেশিন আমরা বলতেই পারি। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত তত্ত্বকে সত্য করে দেখায় মেশিনটি। হাইজেন বার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে এখানে। সূত্রটি ছিল, কোনো ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভরবেগ নির্ণয় করা গেলেও অবস্থান বুঝা যায় না। প্যারালাল অ্যাটম কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিকস এর মাধ্যমে সংযুক্ত লোকেট মেশিনটি। স্থানকালের সূত্র ও প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। লোকেট মেশিনটি প্যারালাল এ্যাটমে সংযুক্ত সাথে সাথে স্পেস বিকে ইলেকট্রনে পরিণত করে আর স্থানকাল লোকেট করে বি-৯৯ এর কক্ষপথে অবতরণ করবে স্পেসসিপ বি আশা করছি। এখানে স্থান নির্দিষ্ট, সময়ও কিন্তু নির্দিষ্ট করা থাকে।

ভালো, তবে একটা বিষয় এখানে যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলল অয়ন। কি বিষয় অয়ন? এখানে আসার আগে আমি আর ফাহিম CNSA কর্তৃক প্রতিবেদন পড়ে যা বুঝলাম তাতে CNSA স্পেসশিপটা সম্ভবত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। আমিও বিষয়টা অনুমান করছি। হাকিম সাহেব বললেন। এটার কারণ হয়ত Red Gaint রা CNSA এর স্পেসশিপকে দেখে ফেলেছিল কারণ তারা একটু বেশিই Red Planet এর কাছে চলে গিয়েছিল। তাদের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, এতক্ষণ বলছিল অয়ন। তাহলে তুমি বলতে চাইছো আমাদের স্পেসশিপ বি ও এর বিপর্যয়ে পড়তে পারে, হাকিম সাহেব বললেন। পরোক্ষভাবে না হলেও নিরেক্ষভাবে বলতেই পারি। অয়ন বলল। এটার বিকল্প কি বলে তুমি মনে করছো? হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। মেটা ম্যাটারিয়াল এর বিকল্প হতে পারে কি? যা স্পেসশিপকে অদৃশ্য করে রাখতে সাহায্য করবে বলল হাকিম সাহেব। বিশেষ করে লাল রশ্মি থেকে আর সেখানে অবলোহিত রশ্মি যে

নেই তাও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। আর Red Gaint রা যদি অবলোহিত রশ্মি দেখতে পায় তাহলে আমাদের কিছুই করার থাকবে না বলল অয়ন। চেষ্টা করতে হবে বুঝলে অয়ন চেষ্টা, বললেন হাকিম সাহেব। আর সেটা বিফলে যেতেই পারে, যোগ করলেন হাকিম সাহেব। তবে আমরা মরতে ভয় পাইনা স্যার, বলল অয়ন। এবার মার্কারি বোমার ডকুমেন্টটা আমার কাছে দাও তো দেখি। বলল হাকিম সাহেব।

মার্কারি বোমা–মার্কারী মৌলকে কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করা হয়েছে ফলে এই বোমা স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে কাজ করবে। মার্কারি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৮০ যার প্রতিক Hg পারমাণবিক ভর ২০০ এর বেশি। হিরোশিমা নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল, সেখান থেকে আজ পর্যন্ত পারমাণবিক বোমা পরিবর্তিত হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা হাইড্রোজেন বোমা আমাদের কাছে আছে। কিন্তু Hg বোমা হাইড্রোজেন বোমার গঠনে তৈরি প্রোটন দিয়ে ধাক্কা মারা হবে Hg নিউক্লিয়াসকে যার ফল হবে বিধ্বংসজনক। প্রোটন যখন নিউক্লিয়াসকে ধাক্কা দেবে তখন নিউক্লিয়াসের প্রোটনগুলো একে একে বিস্তৃত হতে থাকবে আর তৈরি করবে বিপুল শক্তি। পার্থক্যটা হলো নিউটন নিয়ে। এই নিউটনগুলো পাইমেসন এর সাহায্যে প্রোটন পরিণত হবে। এই প্রোটনগুলোই প্রোটন দ্বারা ধাক্কা খেয়ে একটা সংঘবদ্ধ শিকল তৈরি করবে। পরমাণুটি থেকে ইলেকট্রনগুলো ছিটকে পড়বে যার ফলে তৈরি হবে Darkmood যাকে আমরা বলছি Dark Dimension মূলত এখানে যা হচ্ছে তাহলো প্রথমে বিস্ফোরক তার ফলে Dark Dimension Excellent, Brovo, এক প্রক্রিয়ায় খতম না হলে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় তো হবেই বলে উঠলেন হাকিম সাহেব। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় দেহের অবশিষ্ট ডার্ক ম্যাটারে পরিণত হবে, বলল অয়ন। তার মানে? জিজ্ঞাসা করলেন হাকিম সাহেব। মানেটা খুব সোজা, অবশিষ্টের জায়গা হবে অন্য কোনো জগতে যা দেখা এমনকি অনুভবও করা যায় না। বলল অয়ন। ভাবতেই অন্যরকম আজ এই পর্যন্তই থাক হাকিম সাহেব বললেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে Good Night sir বলে বিদায় নিল অয়ন।

Red Planet–

= পৃথিবী আক্রমণের পূর্ব পরিকল্পনা

= পৃথিবীর প্রাণীগুলো যে চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট তাদের বার্তায়। বহিরাগতদের আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা। হয়ত শেষ পরিণতি ডেকে আনবে আমাদের। ওয়বুলি তার বক্তব্য পেশ করল Red Planet এর রাজা কিংসার কাছে। বহিরাগত কতটা বিপজ্জনক এই গ্রহের জন্য তা আমরা সবাই জানি। Red Gaint এর সেনাপ্রধান হও এর কথা এটা। দেড়যুগ আগের কাহিনী এখনও স্পষ্ট। পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। আক্রোশদের বন্ধুত্ব শত্রুসুলভে রূপান্তর কতটা বেদনাদায়ক ছিল তা আমরা জানি বলল ওয়ংলি। তাহলে পৃথিবীর প্রাণীদের সাথে আমরা শান্তিচুক্তি করতে পারি বলল হাডিং। শান্তিচুক্তি নয়, যুদ্ধই পারে এই Planet কে বাঁচাতে কিংসা বলে উঠল। সৈন্য তৈরি কর। আতঙ্কিত হামলাই হবে পৃথিবীর প্রাণীদের এখানে আসার আসল শাস্তি। কিন্তু এর ফলে বিবাদই আরো বেড়ে চলবে হাডিং এর বক্তব্য। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এটাই উপযুক্ত উপায়। কিংসা বলে উঠলেন। হামলার পরিকল্পনা শুরু করতে বলুন Red Gaint দের। হামলা হবে পরশুই। সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত আমি, বলল ওয়ংলি আমিও পুরোপুরি না হলেও একমত বলল হাডিং। তিনজনের সমাবেশ শেষ হলো এক বিন্দুতে যার ফল পৃথিবীতে হামলা।

২০

171AB-Red Planet

গত পরশু আক্রোশ নেতা হাবিং আমাদের গ্রহে আসে আমাদের দুজনের একান্ত সাক্ষাতে হাবিং তাদের সমস্যার কথা জানায়। আর আমি রাজি হয়ে যাই, আর এখন আমি আপনাদের সামনে, জানি এটা ওদের জন্য কষ্টের, তবে Red Clock রা এর মূল্য জানে, তারাও এক সময় এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল যদিও বর্তমান সমাজ এটা জানেনা। তবে হ্যাঁ, সঠিক সময় এসে গেছে তাদের জানানোর ভাগাভাগিই শান্তির প্রতীক বয়ে আনে। Red Planet এ আক্রোশদের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বলেই ভাবছি। তারা আমাদের সাথেই থাকবে ভালো বন্ধুর মতো। যদিও তাদের গ্রহের আবাসস্থল এখান থেকে প্রায় দেড় আলোকবর্ষ দূরে তবে জানি তারা সত্যিই বিপদের মধ্যে আছে। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান কালো চোশকের কাছে যা তাদের মূল চিন্তার কারণ তবে তাদের এই গ্রহে বসবাস করতে আপত্তি নেই। আমরা জানি Red Clock রা বারবার অতিথিপরায়ণতা দেখিয়েছে অনেক গ্রহবাসীদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হবেনা। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আক্রোশদের নেতা হাবিং সে কিছু বলতে চায় আমাদের উদ্দেশ্যে। শুভ হোক তোমার চিন্তার ল্যারিও Red Planet এর যুগান্তকারী নেতা আমার ভাই, যে কথাগুলো পেশ করেছে, তা আমার মনের ভাবের পুরোটা। জানি ভাগাভাগি কষ্টের তবে আনন্দেরও বটে যা অনুভূত হয় আমাদের মনে। আমি জানি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমাদের কষ্ট পোহাতে হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু কষ্টটা যদি আপনারা ভাগাভাগি করে নেন আক্রোশদের সাথে তাহলে আমি শান্তি অনুভব করব। আক্রোশ আমাদের বন্ধু আক্রোশ আমাদের ভাই। আক্রোশ আমাদের বন্ধু, আক্রোশ আমাদের ভাই। Red Clock দের মুখধ্বনিতে পুরো Red Planet কেঁপে উঠল। হাতে হাত রেখে উচু করে ধরলেন দুই নেতা। কিছুদিন পরেই আক্রোশদের স্বাগতম জানালো Red Clock রা ঘরে ঘরে হাতে হাত রেখে এক সাথে থাকতে শুরু করল দুই Planet এর সঙ্গীরা।

7.8.7

এক টেবিলে খাবার খাচ্ছিলেন হাবিং ও ল্যারিও প্রধান, (Red Planet এর ভাষায় জানান) একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে হেংকিতে বলল সংবাদ দূত চাং। আমাদের Red Clock দের কিছু সম্প্রদায়েদের সাথে আক্রোশদের জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ (হেংকিত হলো Red Planet এর উপত্যকা এলাকা যেখানে শুধু পাথুরে পাহাড়) ল্যারিও বলে উঠল কোন বিষয়ের উপর দন্ডের উৎপত্তি? Red Clock দের ভাষ্য মতে হাতলিকা হত্যা করেছে আক্রোশদের ঐ জনগোষ্ঠী যা প্রকাশ্য পাপ ঈশ্বর প্রদত্ত হাতলিকা হত্যা করে রক্ষণ করা তা আর এক পাপের অন্তর্ভূক্ত। এই দুটো কার্যকরী সম্পূর্ণ করেছে বলল চাং। আক্রোশ নেতা হাবিং বলল, যারা এই কার্য করেছে তারা হয়ত এই বিষয়ে জানত না। হতে পারে বলে উঠল অনুচর চাং। তবে উক্ত দণ্ডে ১১ আক্রোশ এবং ২ Red Clock মারা গেছে। এটা মানা যায় না। ভুলে প্রাণী হত্যায় আক্রোশ হত্যা বলে উঠলেন হাবিং। আসলে হাতলিকা এই উপত্যকার Red Clock দের কাছে ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার বলা চলে। চার পা বিশিষ্ট পাখাওয়ালা প্রাণীটি উপত্যকায় চলার Red Clock দের সঙ্গী। তারা এদের সঙ্গেই খেলা করে, ভালোবাসে আর নিজেদের যান হিসেবে ব্যবহার করে। উক্তিগুলো ল্যারিওর। তবে বলতেই হচ্ছে এটা বাড়াবাড়ি। আপনি জানেন না হয়ত, তবে এটা সত্য আক্রোশরা আন্তঃসংযুক্ত তারা এভাবে অন্য আক্রোশদের মৃত্যু মেনে নিতে পারবে না। আর তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে এবং যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে। যা Red Clock দের জন্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে বললেন হাবিং, আশ্রয়স্থলের মনিবকেই হত্যা করতে প্রস্তুত আপনারা এমন মনোভাব সত্যিই ভয়ংকর নতুন করে ভাবতে হচ্ছে আক্রোশরা নিঃস্বার্থপর। তাদের এই Planet আবাসস্থল হতে পারে না, ল্যারিওর বিদ্রোহী ভাষায় বললেন কথা গুলো। কথা শেষ হতে না হতেই খাবার টেবিল থেকে ক্যাটাল (কাটা চামচ বিশেষ তবে খুব ধারালো) নিয়ে হাবিং ল্যারিওর গলায় ঢুকিয়ে দিলেন চাং তার কোমরে রাখা আংগার (ভস্ম করা Gun স্বরূপ) হাত দেয়া মাত্রই আর একটি ক্যাটাল ছুরে মারলেন হাবিং আর একটা চাং এর বুকে আর গলায়। বুকে গিয়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। প্র্যাংকায় (রক্তের প্লজমা বিশেষ সাদা তরল পদার্থ) ভেসে গেল খাবার টেবিল আর মেঝেতে শুয়ে আছে চাং। খাবারের টেবিল থেকে উঠে Atomic Phone বের করে আক্রোশদের সেনাদলের প্রধান ক্রিয়ালাকে বললেন যুদ্ধের সময় নিকটবর্তী প্রস্তুত হতে বল আক্রোশ সৈন্যদের। হেঁটে যাওয়ার সময় চাং এর কোমর থেকে আংগার বের করে মাথায় গুলি করলেন ল্যারিওকে সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে গেল।

২১

তারিখঃ ২৮/০৭/২০৫০খ্রিঃ

সুপার পাওয়ার রিফাত,

কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর সদস্যরা চিন্তায় আছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা নতুন গ্রহে যাবে। এর আগে কোনো গ্রহে যায়নি এমন নয়, তবে এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, বিগত গ্রহগুলোতে গিয়েছে শুধু গবেষণার উদ্দেশ্যে কিন্তু Red Planet এ যাচ্ছে গ্রহটিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র প্রধান নির্বাহীর কার্যালয় কক্ষে মাহবুবুল আলমের সাথে বসে আছেন ক্যাপ্টেন হাকিম সাহেব সঙ্গে স্পেসালটিমের সদস্যরা সর্বোমোট দশ জন যাচ্ছে। আমি জানি সময়টা উদ্বেগের নিশ্চয় যদিও একটা সময় বড় যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের স্বজাতির সাথে তখন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কিন্তু এখন আমাদের যুদ্ধ ঘোষনা করতে হয়েছে এমন এক জাতির উদ্দেশ্যে যারা সত্যই আমাদের জন্য বিপজ্জনক তারা যে আবার পৃথিবীতে হামলা করবেনা এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। হামলার বদলে হামলা। পৃথিবীর মানুষ এখন প্রথম এ্যাটাক থেকে বের হতে পারেনি। এই মুহূর্তে যদি আরো একটা হামলা হয় তাহলে তা সত্যিই মুখথুবরে পড়ার মতো একটা অবস্থা হবে আমাদের জন্য। তাই সেই পরিস্থিতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমরা সেখানে গিয়ে প্রথমেই হামলার মানসিকতা দেখাবো তবে সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সন্ধি করাই মূল উদ্দেশ্য তবে সন্ধি যুদ্ধে বদলে যেতে আমাদের সময় লাগবে না যদি তারা উদ্ভট কোনো কিছু করে। আর আমরা বিজয়ী হব, আল্লাহ যদি চান এতক্ষণ নিঃশব্দে শ্রোতা হয়েছিল দশজন সদস্য আর কথা বলছিলেন মাহবুবুল আলম। হাকিম সাহেব বলে উঠলেন, কথা সত্য। পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাতে হলে এই যুদ্ধ আমাদের জরুরি। এর আগে এমন কিছু হয়নি। দেখা যাক আমি এবং আমাদের দলের সদস্যরা কি করতে পারে এই ব্যাপারে? আল্লাহ যদি চান আমরা ভাল কিছু করব। মাহবুবুল আলম শূন্য একটা টিপ

দেয়া মাত্র স্পেশালটিমের সামনে ভেসে উঠল দশ জনের নাম। তারপর মাহবুবুল আলম বলতে লাগলেন, ক্যাপ্টেন হিসেবে থাকবে মি. হাকিম সাহেব। স্পেসশিপ Controller হিসেবে থাকবে ফাহিম, মোহাম্মদ করিম ও লিডার কারীম স্যুট তৈরির দল থেকে থাকছে মাহি, আশি, ফাহমিদা হাকিমী। Road to the Red Planet তৈরির Team থেকে রিফাত আর Attacking এর দায়িত্বে আছে অয়ন, হাকিম সাহেব নিজে এবং রিফাত। হাকিম সাহেব একটু বিস্মিতই হলেন। রিফাত বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর কোনো সদস্য নয়, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে সে কেন এই দলের সদস্য হলো? Red Planet এর আক্রমণ দলের সদস্য হলেন কেন, সেটাই প্রশ্ন? সবার চোখে মুখে প্রশ্নের ছাপ ফুটে উঠল তা মাহবুবুল আলম বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, রিফাত আসলে কোনো কালেও বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর সদস্য ছিল না। রিফাত একজন সুপার হিউম্যান। পাবনার ছেলে রিফাত ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম একটা শক্তি নিয়ে বেড়ে উঠেছে। ছোটবেলার একটা সময়ে রিফাতের বাবা মা তাকে অ্যাবনরমাল বলে মনে করেছিল। সে একাই কারো সাথে কথা বলত আর অদ্ভুত কর্মকান্ড করত। গ্রামের লোকেদের মাঝে একটা কথা শোনা যায় তার ব্যাপারে। রিফাতের বয়স যখন ৮ কি ৯ তখন তার বন্ধুর সাথে একটা বাজি ধরে যে, গ্রামের এক প্রান্তের মাঠে সে বিমান অবতরণ করাবে। ঐ সময়ই একটা বিমান তাদের গ্রামের একাংশ আকাশের পানে যখন উড়ে যেতে থাকে তখন সে নাকি আকাশের দিকে দুই হাত উঁচু করে বিমানের দিকে লক্ষ্য করে কি যেন বলতে থাকে? আর সত্যি সত্যিই সেটা মাটিতে নেমে আসে। এ নিয়ে খবর পত্রিকায় লেখালেখিও হয় ২০৩৪ সালের দিকে। শিরোনাম ছিল, অদ্ভুত ভাবে বিমান অবতরণ। ভুল নাকি যান্ত্রিক গোলোযোগ? এ বিষয় নিয়ে পাইলটদের সাথে কথা বলতে গেলে তারাও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি। আসল ব্যাপারটা কি? একজন পাইলট বলেছিল, আমরা বিমানের কন্ট্রোল হঠাৎ করেই হারাতে থাকি। আমাদের দ্বারা পরিচালিত বিমানের কন্ট্রোল সিস্টেম হঠাৎ করেই অটো অবস্থায় চলে যায়। কিন্তু এই অবস্থা কিভাবে হলো! আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি। ফাহিম বলে উঠল, এতে রহস্যের গন্ধতো আমি আপাতত পাচ্ছি না। যান্ত্রিক গোলোযোগ হতেই পারে। আমি জানি তোমাদের বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হবে বললেন মাহবুবুল আলম। তবে এটা সত্যিই সুপার পাওয়ার। বর্তমানে রিফাত কাজ করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে এবং সে একসাথে একটা পুরো জাহাজ কন্ট্রোল করতে পারে। প্রায় তিনবছর যাবৎ তার অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলাদেশের রক্ষকর্মীদের সাথে করে যাচ্ছে।

আমি রিফাতকে আজ সাথে নিয়েই এসেছি, একটু অপেক্ষা কর আমি ওকে ডাকছি। ওয়েটিং রুমের Staff কে কল করা মাত্রই কিছুক্ষণ পর মিটিং রুমের দরজার ওপর টোকা দেয়ার শব্দ পাওয়া গেল সাথে সাথেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলো রিফাত রোগা পাতলা গঠনের ছেলেটা বয়স ২৫ কি ২৬ এর বেশি হবে না। মুখে অদ্ভুত হাসি আর ভিতরে ঢুকলেন সবাইকে সালাম দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সবাই সালামের উত্তর দিলেন। কেমন আছো রিফাত? বললেন মাহবুবুল আলম। ভাল, স্যার বলল রিফাত। মাহবুবুল আলম সোজাভাবে বললেন, রিফাত তুমি কি তোমার সুপার পাওয়ার এই রুমে দেখাতে পারবে? কেন নয় অবশ্যই স্যার রিফাত বলল। তবে দেখাও দেখি, বলল ফাহিম। রিফাত তখন বলল, এই রুমের কোথাও কি স্পিকার মাইক আছে? মাহবুবুল আলম বললে, আছে দুইটা তোমার ঠিক পেছনে বরাবর একটা আর তোমার সামনে আছে অন্যটা কেন? তুমি তা দিয়ে কি করবে? জিজ্ঞাসা করল, হাকিম সাহেব। উত্তর না দিয়েই রিফাত ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাত দুই মাইকের দিকে তাক করল। আর চোখ বন্ধ করে মুখ দিয়ে কি যেনো বলতে লাগলো। এভাবে কিছু সময় গড়ালো পুরো Meeting রুম নিরবতায় ছেয়ে গেল। কিছু সময় পর স্পিকার মাইক থেকে অদ্ভুত সব শব্দ বের হতে লাগলো, যা এতটাই শ্রুতিকটু যা একজন মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। শব্দোত্তর তরঙ্গ বের হচ্ছে। বন্ধ করো, বন্ধ করো বলল ফাহিম। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে হাকিম সাহেবের। শব্দের সীমা সহ্য করতে না পারায় এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেল হাকিম সাহেব। অজ্ঞান হলো ফাহিমও Just পরে গেল সামনে রাখা টেবিলের উপর। জোর গলায় চেঁচিয়ে থামতে বললেন মাহবুবুল আলম। থামো রিফাত থামাও তোমার শব্দের অসহ্যমাত্রা। Meeting রুমের সবাই একই গলায় বলে উঠলো, থামো রিফাত। রিফাত দুই হাত নিচু করতেই থেমে গেল শব্দের অসহনীয় মাত্রা। মাহবুবুল আলম কান থেকে হাত সরিয়ে হাকিম সাহেবের কাছে গেলেন, আপনি ঠিক আছেন? হাকিম সাহেব তো অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একই অবস্থা ফাহিমের। Control রুমে এখনই ফোন কর আর এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বল। রিফাত বলল, সমস্যা নেই, স্যার। এখনই জেগে উঠবে। পানির ছিটা দৈয়া মাত্র জ্ঞান ফিরে পেলো হাকিম সাহেব এবং ফাহিম। তাহলে বিশ্বাস হলো তো সবার, রিফাত একজন সুপার হিউম্যান, বললেন মাহবুবুল আলম। তার মানে তুমি সব কিছু Control করতে পারো? জিজ্ঞাসা করলেন হাকিম সাহেব। হ্যাঁ সবকিছুই যা যন্ত্র বিশেষ, উত্তর দিলো রিফাত। তখন ফাহিম বলে উঠল Excellent।

২২

171 AB- Red Planet এর পরবর্তী কাহিনি

দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল Red Planet এর সৈন্য আরহীরা। দরজা খোলা মাত্র আংগ্রার দিয়ে ভস্ম করে দিল দুই সৈন্য আরহীকে। তারপর পালিয়ে গেল হাবিং লামতোর রাজকীয় ভ্রমণ থেকে।

কিছুক্ষণ পর,
ল্যারিওর ছোট পুত্র কেনানী যখন রাজকীয় খাবার পরিবেশন করতে যখন ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলো তখন তার সামনে শুয়ে থাকা দুই রক্ষীবাহিনী দেখে হতম্ভীত হলো। দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকতেই দেখতে পেল সেই মর্মান্তিক দৃশ্য। দরজার ঠিক সামনেই পরে আছে চাং। প্র্যাংকয় ভেসে গেছে প্রায় অর্ধঘর। আর টেবিলের নিচে কিছু ছাই। ছাইয়ের উপর পরে আছে ব্রেসিলা (হাতের বালা স্বরূপ) যা দেখে কেনানী বুঝতে পারলো এই ছাইয়ের দেহাবশেষ তার বাবার ছাড়া আর কারো নয়। কারণ এই ব্রেসিলা রাজ প্রতিক। তার বাবার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তের মধ্যেই। ল্যারিওর মতো যুগান্তকারী নেতার এমন প্রস্থান কারো বোধগম্য ছিল না। যুগান্তকারী নেতার প্রস্থানে Red Clock রা হতভাক। সবার মনেই একই প্রশ্ন কি উদ্দেশ্য হলো এই হত্যাকান্ড। আর এর মূল হোতা কে? ল্যারিওর মৃত্যুর খবর তার পরিবারের সদস্যদের জানতে দেরি হলো না। পুরো Red Planet যেন হতভম্ব তাদের নেতার শোকে। শোককেই কাজে লাগাতে আক্রোশরা উত্তর, দক্ষিণ থেকে পূর্ব পশ্চিম সব জায়গায় আতঙ্কিত হামলা শুরু করল তারা। Red Clock রা প্রায় ছন্ন ছাড়া পাখি। স্রেফ একটা গুলি আর মৃত্যু। লাহাম (গোলাপী লাল রংয়ের মত আকাশ স্বরূপ) প্রান্তে আক্রোশদের যান স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে Red Clock রা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে Red Clock দের জনগোষ্ঠী। ওদিকে ল্যারিওর বড় ছেলে কিংসা আক্রোশদের নেতা হাবিং এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারলো।

Red Clock কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব পড়ল তার উপর। দেরি না করে মন্ত্রি পরিষদের সাথে যোগাযোগ করলো কিংসা। তারা একত্রে বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময় পর সিদ্ধান্ত নিল আর তা ছিল যুগান্তকারী। সিদ্ধান্ত শেষে পুরো Red Clock দের সৈন্য Red Gaint দের সঙ্গে নিয়ে লাহাম যানে চেপে রওনা দিলো নতুন রাজা কিংসা নিজে যুদ্ধ করতে আক্রোশদের সঙ্গে। পুরো Red Planet এর Red Clock অর্ধাংশ শেষ বাকিটা সময়ের ব্যাপার এখন আক্রোশদের কাছে তাদের মেরে ফেলার জন্য। মুখোমুখি দেখা হলো আক্রোশ নেতা হাবিং আর বর্তমান Red Clock দের নেতা কিংসা, জানি তোমার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমি তোমার বাবাকে মারতে চাইনি। তবে পরিস্থিতি এমন ছিল তা আমাকে করতে হয়েছে। জানোতো দুই প্রাণী এক রাজ্যে ভোগ দখল করতে পারেনা। ভাগাভাগি আক্রোশদের কাম্য নয়। তারা বেড়ে উঠেছে স্বাধীন নগরে, বলল হাবিং। তার সাথে আক্রোশদের পূর্বপরিকল্পনা ছিল এই Red Planet হাতানো? বলল কিংসা। ঠিক এমনটা নয় তবে হে, তেমনটাই বলতে পারো, বলল হাবিং। বিশ্বাসঘাতকের দল। আস্তে আসলে তোমার বাবার সার কথাও এটাই ছিল বলেই কিন্তু গত হয়েছে। তুমিও দেখি সেই পথের পথিক হওয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছো। দেখতে পারছো Red Clock দের কি অবস্থা। তাদের দেখে কি তোমার ভয় হয় না। না, তবে তোর ভয় হবে এখনই বলল কিংসা। তাই তবে দেখি বলেই, হাবিং হাসালো এবং বলল 'হাসালো' আক্রোশদের ভাষায় আক্রমণ। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো দুই পক্ষই সমানে সমান। তবে কিছুক্ষণ পরেই আধিপত্য দেখা গেলা আক্রোশদের। তারা শক্তিতে অতুলনীয় মূলত দেহের গঠনই তাদের মূল রহস্য। পরাজিত পায় নেতা কিংসা যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখতে পেয়ে মন্ত্রী সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার মনঃস্থির করল। কেকলোকে বলল, সময় ডাইমেনশন চালু করতে এবং তা ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে বলল, আর সঙ্গে যুক্ত হলো হিংস্রাদের হামলা। পুরো ছন্নছাড়া হয়ে গেল আক্রোশ। বুড়িয়ে যেতে লাগল আক্রোশদের দল আর তাদের শক্তিও কমতে থাকলো। বুড়িয়ে গেল স্বয়ং হাবিং অবশেষে যুদ্ধের পরিশেষ হলো। পরাজিত হলো আক্রোশ। আসলে আক্রোশদের জানাই ছিলো না Red Clock দের কাছে সময় ডাইমেনশনের মতো কোনো সুপার পাওয়ার আছে। যা যেকোনো Plant এর প্রাণীদের যে কোনো পরিস্থিতিতে পরাজিত করতে পারে। আর তার সঙ্গে দানবীয় হিংস্রা যা ভয়ানক যোদ্ধা। স্রেফ মাটিতে পরে আছে হাবিং তার দেহ সমেত। কাছে গিয়ে কিংসা বলল,

দেখো কে পরে আছে, বুড়ো হাবিং। বিশ্বাসঘাতক বলল হাবিং, এটাই তোমার শেষ কথা, তারপরই কিংসা এক গুলিতে তাকে ছাইয়ে পরিণত করল।

কিছুদিন পর,
রাজকীয়ভাবে বিদায় জানানো হলো ল্যারিওকে। বিদায়ের দিন Red Clock সম্মুখে স্বতন্ত্রভাবে কিংসাকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দেয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা.আর মুকুট আর হাতে পরিয়ে দেন ব্রেসিলা তার মা হ্যারিসা। আর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো Red Clock আর Red Gaint দের সামনে ভাষণ দেন। নতুন যুগের নেতা কিংসা। জানি অন্ধকার হলো আলোর অনুপস্থিতি। কিছু সময় যাবত অন্ধকার আমাদের Plant কে গ্রাস করেছিল সেটা আমরা জানি। বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা আর স্বাধীনতার লোভ এই অন্ধকারের মূল কারণ। আমি জানি সময়টা সত্যিই কষ্টের ছিল। তবে আমরা আলোর দেখা পেয়েছি। আর আমি কিংসা কথা দিচ্ছি এই Red Plant আর কারো বসবাসের জন্য নয় শুধু মাত্র Red Clock দের জন্য শুধু Red Clock দের চলুন, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই এই কথার মাধ্যমে একসাথে বাঁচি এক সাথেই থাকি, নিজেরা নিজেদের সাহায্য করি। স্বজাতিই আমাদের আপন, পর ও বন্ধু। Red Clock ও Red Gaint দের সবাই একসাথে বলে উঠল একসাথে বাঁচি, এক সাথেই থাকি, নিজেরা নিজেদের সাহায্য করি, স্বজাতি আমাদের আপন, পর ও বন্ধু। অবশেষে ল্যারিওর দেহ ভাসিয়ে দেয়া হল গুলোলোতে (Red Plant এর একটা সমুদ্র বিশেষ) যার মূল উপাদান মিথেন। ল্যারিওর দেহের দিকে তাকিয়ে অশ্রুতে সিক্ত হলো তার পরিবারের সদস্য হ্যারিসা কিংসা ও কেনানী ভেসেই চলল যুগান্তকারী নেতা ল্যারির মৃতুদেহ।

[কেকলোঃ কেকলো একজন সুপার পাওয়ার Clock তার হাতে এক আশ্চর্যজনক ক্ষমতা রয়েছে। যার মাধ্যমে সে সময়ের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সময়কে ভবিষ্যতের দিকে বা অতীত যেদিকে পরিচালনা করতে বলা হোক না কেন কেকলো অনায়াসে তা করে। মূলত বংশীয় পরম্পরায় সে এই ক্ষমতার অধিকারী। তার প্রথম বংশধরের কিছু লোক চতুর্থমাত্রার সংমিশ্রণে একটা আংটি তৈরি করে। সেই আংটিতে কোনো বস্তুকে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে ধাবিত করার ক্ষমতা বিদ্যমান। আর এই যুগের আংটির দায়িত্ব পালনের দায়ভার এখন কেকলোর।]

[সময় মাত্রাঃ স্থানের যেমন মাত্রা আছে। হতে পারে সেটা এক মাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্থমাত্রিক ইত্যাদি। সেই ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই

সময়কেও আর একটা মাত্রা হিসেবে ধরা হচ্ছে। সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের স্থানকালের মধ্যে সময় মাত্রা অন্যতম মাধ্যম এই তত্ত্বের ভিত্তির। তিনটা স্থানিক আর একটা কালিক মাত্রার মিশ্রণে চতুর্থমাত্রার সূত্রগুলোই বলবদ্ধ সার্বিক আপেক্ষিকতায়। মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে এর অন্তিম পর্যন্ত এই সময়ের বিচরণ হতে থাকবে। নিউটনীয় বলবিদ্যায় যেখানে সময়কে স্থির এবং নির্দিষ্ট ভাবা হতো সেখানে আপেক্ষিকতায় সময়কে অস্থির এবং আপেক্ষিক বলে ভাবা হয়। আর কোয়ান্টাম জগতে তো সময়ের শেষ বা শুরু বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু বা মুহূর্ত নেই। সেই জগতে ইচ্ছা করলেই বড় বেলা আর ছোট বেলায় মুহূর্তে মুহূর্তে ভ্রমণ করা যাবে যার ফলে পদার্থের চিরচারিত নীতিগুলো এই কোয়ান্টাম জগতে খাটেনা বললেই চলে। সম্ভাবনা আর অনিশ্চয়তার জগৎ বলেই ভাবা হয় বেশির ভাগ সময় এই জগতের কর্মকান্ডগুলোকে। আমরা বললেই পারি, পাশাখেলা আর কোয়ান্টাম জগতে ডুব দেয়া প্রায় একই কথার সারাংশ মাত্র। সময় মাত্রাকে আমরা T দ্বারা নির্দেশ করব।]

২৩

তারিখঃ ৩০/০৭/২০৫০খ্রিঃ
আমেরিকানদের যাত্রাঃ

যাত্রাটা পৃথিবীর, যাত্রাটা সংগ্রামের। এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে NASA এর টিম মহাকাশে যাত্রা শুরু করল। ওয়ার্মহোল প্রযুক্তিকে আমেরিকানরা এখন হাতে খড়ি ভাবে ব্যবহার করছে। যা কিছুদিন আগেও সীমাবদ্ধ ছিল। পৃথিবী থেকে প্রায় দুই আলোক বর্ষ দূরের একটা ব্ল্যাক হলকে ব্যবহার করছে NASA টিম। যার অ্যান্টি ব্ল্যাক হলটি আকাশ গঙ্গার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। তারপর K Red Red Planet এর দিকে রওনা দিলো। আলোর গতির প্রায় কাছাকাছি গতিতেই অগ্রসর হলো K Red স্পেসশিপ। Red Planet এর কক্ষ পথে পৌঁছাতে তাদের বেশি সময় লাগলো না। Red Planet থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরেই অবস্থান নিল আমেরিকান। K Red (Red Killer) স্পেসশিপ অবস্থান নেওয়ার পরেই তারা বুঝতে পারল মহাকর্ষ বল এখানে কতটা বলবদ্য। বি-৯৯ এর রেডিয়েশন অত্যন্ত বেশি। যা বেতার তরঙ্গের সনাক্ত মেশিন পর্যন্ত সনাক্ত করতে সক্ষম। স্থান আর কাল যেন দুমড়ে মুচড়ে গেছে এই বি-৯৯ কেন্দ্রিক গ্রহের কক্ষপথে। কক্ষপথের গতিপথ এতটাই ঘন যার ফলে K Red Space Ship এর চলাচল করাই দুষ্কর। Red Planet এর কাছাকাছি যাওয়ার ফলেই তারা দেখতে পেল Red Planet মূলত দুই অংশে বিভক্ত। অরণ্য আর বাসস্থান। অরণ্য বললে ভুল হবে, তবে জিনিসগুলো পৃথিবীর গাছের মতই। অন্য অংশে Red Clock দের বাসস্থান। হঠাৎ K Red Space যানের কন্ট্রোল রুমের লাল বাতি জ্বলে উঠল। সবাই বুঝতে পারল বিপদ, যা মূলত হামলারূপে এসেছে। পাল্টা আক্রমণ চালালো K Red এর সদস্যদল। লেজার বিম দিয়ে পুরো Red Clock দের আক্রমণ করল। কিছু অংশ ধ্বংস করতে পারলো K Red এর লেজার বিম। কিন্তু সদস্যদের দল একটু পরে যা দেখলো তা তাদের একেবারে চমকে দিলো। Red Planet এর যে অংশ যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ঠিক সেভাবে ফিরে পেলো তারা। আর লেজার

বিমও ফিরে পেলো K Red এর Space Ship যা অনাকাঙ্ক্ষিত। তার পরের গল্প আর কারো জানা নেই। কারণ NASA এই সংকেত তথ্য পাওয়ার পর আর কোনো সংকেত K Red থেকে প্রাপ্ত হয়নি। এর মানে কি? চেচিয়ে বলে উঠল ফাহিম। অফিসিয়ার NASA পেজে এতক্ষণ এই তথ্যগুলো পড়ছিল ফাহিম। তার পাশে দাঁড়িয়ে আদর্শ শ্রোতার মতো শ্রবণ করছিলো অয়ন। তার মানে একই দশা হয়েছে K Red এর যেমনটা CNSA এর স্পেসশিপের হয়েছিল। তবে এবারের বিবরণের তথ্যগুলো আরো ভয়ংকর। ধ্বংসাবশেষ আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে আসা মানে এন্ট্রপি সংরক্ষিত Red Planet এর মধ্যে যা একটা বড় চিন্তার কারণ Red Planet এর উপর হামলার ফলাফল নিয়ে। আর এই এন্ট্রপি অসংরক্ষিত করতে দরকার ডার্ক এনার্জি। যা আমাদের হাতে এসে এখনো পৌছায়নি। এখনই কথা বলতে হবে হাকিম সাহেবের সাথে। কি বলছো এসব, কেন দেখা করতে হবে হাকিম সাহেবের সাথে অয়ন, জিজ্ঞাসা করল ফাহিম? কারণ NASA যে তথ্য দিয়েছে Red Clock দের ব্যাপারে তা যদি সত্য না হয়। তাহলে আমাদের পৃথিবীতে সৃষ্ট পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমাগুলো কোনো কাজে আসবে না Red Planet কে ধ্বংস করতে। তবে তোমার মার্কারি বোমা? প্রশ্ন করল ফাহিম, হ্যাঁ ওইটাই একমাত্র হাতিয়ার যা Red Planet কে ধ্বংস করতে পারে। কারণ এন্ট্রপি বৃদ্ধি করাটাই মার্কারি বোমার কাজ। আর সেই জন্যই আমাদের এই বিষয় নিয়ে হাকিম সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে। বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর Computer Lap থেকে বের হয়ে Conversation Room এর এর দিকে দৌড় দিলো অয়ন, আর ফাহিম... তারা দুজনে Conversation Room এ গিয়ে পৌছালো। অয়নের I- Card Conversation Room এর দরজায় Scaner এ ধরামাত্র দরজা খুলে গেল। Conversation Room-এ উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল আলম, হাকিম সাহেব সহ বাকি Red Planet এ ভ্রমণরত নভচারীগণ।

৮ জন টিম সদস্য ছিল তোমরা এসে পুরো ১০ জন। পূরণ হলো টিম সদস্য। বললেন মাহবুবুল আলম।

স্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার ছিলো NASA তাদের অফিসিয়াল পেজে ... অয়ন, অয়ন, আমি জানি, আমি জানি, তারা কি প্রকাশ করেছে। বললেন মাহবুবুল আলম। সময় মাত্রার দিকেই ইঙ্গিত করছে। আমি জানি, তবে এটাও সত্য তোমার মার্কারি বোমার ক্ষমতা সময় মাত্রার চেয়েও বেশি। তবে এন্ট্রপি নিয়ে আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে, যে গ্রহে এন্ট্রপি শূন্য সে গ্রহকে কিভাবে হারাবো? বলল অয়ন। মাহবুবুল আলম বললেন, তোমাকে গ্রহকে হারাতে কে বলেছে? তোমাকে হারাতে হবে Red Clock দের তার মানে কি?

বলল অয়ন। অয়ন দেখো Red Planet কোনো ভাবেই Time Dimension তৈরি করতে পারবে না, এর ভৌগলিক বা অন্য কারণেও না। তবে হে Red Clock দের হাতে এ ক্ষমতা আছে। যা তারা পরবর্তীতে স্থানান্তর করেছে Red Planet এর Surface এ। তবে স্থান আর কালকে একত্রে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে এমনটা হচ্ছে না। বরং কাল দিয়ে স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে তারা ঘটনার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। Time Dimension এর নিয়ন্ত্রণ এবং বাহক যে Red Clock দের হাতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বললেন মাহবুবুল আলম। তবে এখন আমাদের কি করা উচিত? বলল অয়ন। কিছুই না শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। আর Red Clock দের উচিত শিক্ষা দেয়া।

আমেরিকান এবং চীনাদের স্পেসশিপের শেষ পরিণতি দেখে, আমার যা মনে হয়, একক স্পেসশিপ গিয়ে সেখানে যুদ্ধ করা বোকামির গুণ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই না, অয়ন বলল।

তবে তোমার মতে কি করা উচিত আমাদের? জিজ্ঞাসায় মাহবুবুল আলম।

Conversation Room এর বাকি ৯ জন যেনো শ্রোতা। নিঃশব্দে তারা অয়ন আর মাহবুবুল আলমের বাক্যেলাপ শুনছিলো। আমাদের সেনাদলের সেনাদের সাথে নিতে পারি আমরা। বিমানবাহিনী, Army Teamও সঙ্গে নিতে পারি। আমরা যারা মূলত স্পেসশিপ চালাতে সক্ষম। আর এ্যাটাকিং মনোভাব যাদের প্রবল। Red Gaint রাই যে শুধু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে এমনটা ভাবা কিন্তু বিপদের প্রতিচ্ছবি হতে পারে আমাদের জন্য। সবচেয়ে হিংসাত্মক প্রাণী হিংস্রারাও আছে এই দলে। ভাবনাটা অযৌক্তিক হবে না যদি বলি, Red Clock রাও তাদের গ্রহকে বাঁচাতে এগিয়ে যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের এক স্পেস শিপ Red Plant কে ধ্বংস করতে সক্ষম নয়, অয়ন শেষ করল তার বক্তৃতা। মাহবুবুল আলম বললেন, ঠিক বলেছো অয়ন। আমেরিকান ও চীনাদের স্পেসশিপ যেভাবে বিধ্বংস হয়েছে Red Clock দের হাতে তাতে সন্দেহ নেই, একক চেষ্টা করাটা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক। অন্যান্য ডিফেন্সদের আমাদের সাথে নিতেই পারি, বললেন হাকিম সাহেবও। "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" বাংলা প্রবাদই আমাদের যুদ্ধের মূল কথা হতেই পারে, বললেন মাহবুবুল আলম।

আমরা সম্মলিত ভাবেই যাবো Red Planet এ, সঙ্গে বিমানবাহিনী, সেনাবাহিনী থাকবে, এটাই চূড়ান্ত, বললেন হাকিম সাহেব। আমি আজই কথা বলবো সেনা ও বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেনদের সাথে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবো তাদের, এই বলে মাহবুবুল আলম মিটিং শেষ করলেন এবং Conversation Room ত্যাগ করলেন।

২৪

তারিখ: ৩১/০৭/২০৫০খ্রিঃ

রিফাতের সাথে একান্ত সাক্ষাৎ,

রাত ৯টার সময় বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর কার্যালয়ে কাজ শেষ করে বাড়ির পথে রওনা হলো অয়ন। অয়ন বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর কার্যালয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো বেলকনীতে দাঁড়িয়ে আছে রিফাত। তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল অয়ন। রিফাত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তার দিকে এগিয়ে গেল অয়ন। বেলকনীতে গিয়ে রিফাতকে বলল, কেমন আছো, রিফাত? কোন উত্তর দিলো না, রিফাত। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, হয়ত সে চাঁদ দেখছে। আকাশে আজকে সত্যিই বড় একটা চাঁদ উঠেছে। কি অপরুপ সৌন্দর্য্য এই চাঁদের! ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল অয়নের। যখন সে তার বাবার কোলে মাথা রেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো আকাশের দিকে। চাঁদ, তারা, গ্রহ দেখতো। আর বাবার কাছে প্রশ্ন করত বাবা ওটা কি? ওই যে দেখো বাবা তারা খোশে পড়ছে? বাবা এটা কেন হয়? তার বাবাও ছিলো বিজ্ঞান চিত্তের মানুষ। অয়নের বাবাও বিজ্ঞান চর্চা করতেন তবে বিজ্ঞানী ছিলেন না। বাবার সাথে কাটানো দিনগুলোর কথা অয়নের আজ সত্যিই মনে পড়ছে। তার বাবার কথা মনে করে এক সময় অয়ন অশ্রুসিক্ত হলো। অয়ন রিফাতের কোনো উত্তর না পেয়ে বেলকনী থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। বেলকনী থেকে যাওয়ার সময় রিফাত বলে উঠলো, আরে অয়ন স্যার যে, কখন আসলেন এখানে? আবার চলে যাচ্ছেন কেন? আমি তো বেলকোনীতে এসেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেমন আছো? কিন্তু তুমি কোনো উত্তর দিলে না। তাই ভাবলাম তোমাকে বিরক্ত না করি। তুমি হয়ত নিরবতা পালন করছো।

অয়ন, ও এই কথা আসলে আমার চাঁদ দেখতে ভালো লাগে, আর আমি চাঁদ দেখতে ভালোবাসি। যে কারণে আমার অন্যদিকে আর মন যায়

না। আল্লাহর সৃষ্টি এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য। চাঁদ থেকেই নাকি আমি এই Meachine control ক্ষমতা পেয়েছি। আমার মা বলে। ছোটবেলার কোনো এক গরমের রাতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমাকে উঠানে শুইয়ে রেখে মা কোনো এক কাজে রান্নাঘরে যান। বাবাও তখন বাড়িতে ছিলো না। মা যখন রান্নাঘর থেকে ফিরে আসেন তখন দেখতে পান, চাঁদ থেকে একধরনের অতি উজ্জল আলো আমার শরীরের পুরোটা জুড়ে ছেয়ে গেছে। আর আলোর তীব্রতা এতোই ছিলো যে আমার মা আমাকে দেখতেই পাচ্ছিলো না। মা দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির লোক জনকে ডাকতে যায়। পাশের বাড়ির লোকজনকে নিয়ে আসে, তখন তারা এসে সেখানে কিছুই দেখতে পায় না। অতি উজ্জল আলো তারা দেখতে পায় না। দৌড়ে এসে মা আমাকে কোলে নেয়। অনেক লোকজন বলেছিল তোমার ছেলে হয়ত জ্বিন পরীর আসর লেগেছে। কবিরাজ দিয়ে দেখাও তোমার ছেলেকে। কিন্তু ডাক্তার কিংবা কবিরাজ কোনো ভাবেই এই রহস্যের উদঘাটন করতে পারে নাই। আমার তা মনে হয় না যে চাঁদ থেকে তুমি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছো। বরং আল্লাহ তোমাকে হয়ত এই স্পেশাল ক্ষমতা দান করেছেন কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তোমাকে দিয়ে ভালো কাজ করানোর জন্য বলল অয়ন। আমারও তাই মনে হয় বলল রিফাত। তুমি এই কাজগুলো করো কিভাবে? Mechine তোমার কন্ট্রোলে, প্রত্যেকটা Mechine। আমার ভাবতেই অবাক লাগে, তোমার এই কর্মকান্ডগুলো। বলল অয়ন। আমি সত্যিই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে Mechine কে হয়ত ভাষাগত ইঙ্গিত দেয়ার ক্ষমতা আছে আমার। এটাই কারণ হতে পারে। যার মাধ্যমে আমি Mechine কন্ট্রোল করতে পারি, বলল রিফাত। যখন তুমি মুখ দিয়ে বিড়বিড় কর তখন। এটা তুমি নিজের চেষ্টায় নাকি ভাষাগত প্রাকৃতিক অঙ্গন। কোনটা? জিজ্ঞাসা করল অয়ন।

এটা Secret থাক কারণ এটা আমার ক্ষমতা প্রর্দশনের একটা অন্যতম বিষয়। যেটা আমি গোপন রাখতে চাই। বলল রিফাত।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে জোর করবো না এ বিষয়ে আমাকে বলতে, কখনই না বলল অয়ন। অনেক রাত হলো কত বাজে রিফাত? রাত পৌনে দুইটা অনেক রাত হয়ে গেছে। চলো বাড়ির দিকে রওনা দেই বলল অয়ন। আর অয়ন স্যার নয়, অয়ন ভাই বলবে। তাতে আমি বেশি খুশি হবো। জি অয়ন ভাই বলল রিফাত। চলো এখন যাই.....

২৫

তারিখঃ ০২/০৮/২০৫০খ্রিঃ

সেনা প্রধানদের সঙ্গে মাহবুবুল আলমের Conversation:

স্বাগতম সবাইকে এই Conversation আর একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে এই Conversation এ আসার জন্য।

আমরা আজ একটা কারণেই এই Conversation এ, আর সেটা হলো আমাদের নিজ গ্রহ মানে Earth কে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। Red Planet এর প্রাণীরা আমাদের গ্রহের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। তাদের হামলার শোক বিশ্ববাসী এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আর তাদের আতঙ্কিত হামলার মূল কারণ কি? তা আমরা এখনো জানি না। এটা স্পষ্ট তাদের গ্রহে যাওয়ার জন্য যে বার্তা পাঠানো হয়েছিলো। তার কারণে নিশ্চয় Red Gaint রা আমাদের উপর হামলা করেনি। শুধুমাত্র একটা বার্তার জন্য এত বড় হামলা করা হবে এটা কেউই মেনে নিতে পারছে না। তবে সেই বার্তার কারণেও হামলা হতে পারে। তাদের বিবেক বা বুদ্ধির উপর এই হামলা তখন নির্বাচিত হবে। হিংসাত্তক মনোভাবই এই যুদ্ধের ফলাফল হবে এই সময়। কিন্তু আমরা Red Planet এ যাচ্ছি শুধুমাত্র এই Planet এর প্রাণীদের কথা চিন্তা করে। কারণ Red Clock দের হামলার সঠিক কোনো কারণ আমরা এখনো খুঁজে বের করতে পারিনি। তবে হামলার কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপরের সারির যে কারণটা সেটি হলো Red Clock রা আমাদের Planet কে নিজের দখলে নিতে চায়। রাজত্ব করতে চায় এই Planet এ। এই কারণটাই যদি মূল কারণ হয়, তাহলে Red Clock রা যে আমাদের উপর দ্বিতীয়বার হামলা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই হামলায় পুরো মানবজাতির ইতি হতেই পারে। তারা (Red Gaint) যেভাবে প্রথমবার আমাদের উপর হামলা করেছিলো, তার ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে দ্বিতীয়বার যে আরো বেশি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই বললেই চলে। এতক্ষণ বক্তব্য দিচ্ছিলেন মাহবুবুল আলম। Army প্রধান মুহাম্মাদ হাসান সাহেব প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি। এই

দ্বিতীয় হামলা বা সম্ভবত নিকটবর্তী হামলার হাত থেকে এই গ্রহবাসীকে বাঁচানোর জন্যে। আমরা অর্থাৎ আমাদের Red Planet এর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমরা Red Planet এ একক স্পেসশিপ পাঠাবো না। স্পেসশিপ বি এর সঙ্গে Army and Air স্পেসশিপ যাবে। কতটি Army and Air স্পেসশিপ Red Planet এর সাথে যাবে বলে ভাবছেন মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম সাহেব? জিজ্ঞাসা করল সেনা Lieutenant লুকমান সাহেব। দেড়শো থেকে দুইশটা বললেন মাহবুবুল আলম। এত স্পেসশিপ এক সাথে। আমরা পাঠাবো কীভাবে? জিজ্ঞাসা করলে বিমানবাহিনী প্রধান ক্যাপ্টেন জাকির হোসাইন। প্যারালাল এ্যাটম। মূলত এই পন্থায়ই আমরা Red Planet এ যাচ্ছি। বললেন মাহবুবুল আলম। আর এটা কাজ করে কীভাবে? প্রশ্ন করলেন বিমানবাহিনী প্রধান ক্যাপ্টেন জাকির হোসাইন। আসলে প্যারালাল এ্যাটম হলো সমান্তরাল পরমাণু। যা মূলত একে অপরের বিপরীত ধর্মী চার্জ যুক্ত। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পরমাণুর কথা চিন্তা করুন। যা আমাদের Planet এই উপস্থিত আর অন্য পরমাণুটি আমাদের Univers এর যে কোনো জায়গায় উপস্থিত হতে পারে। আমরা কি করছি? তা হলো আমাদের Planet এ উপস্থিত একটা নির্দিষ্ট পরমাণুকে সংরক্ষণ করে। তার মধ্যে একটা জটিল জগতে সৃষ্টি করছি। তারপর ঐ পরমাণুকে লোকেট মেশিনে লোকেট করছি। ঐ লোকেট মেশিন জটিল জগতের একটা রাস্তা তৈরি করছে। যা মূলত সম্ভবনার উপর নির্ভর করবে। জটিল জগতের এই রাস্তাটা শেষ হচ্ছে Red Planet এর কক্ষপথে। অর্থাৎ আমাদের Planet এ উপস্থিত পরমাণু এর অ্যান্টিপরমাণু Univers এর যে কোনো জায়গাই উপস্থিত থাকুক না কেন তা ঐ স্থান থেকে ভেশিন হয়ে উপস্থিত হবে Red Planet এর কক্ষপথে। সত্যিই অসাধারণ বললেন Army প্রধান মুহাম্মদ হাসান সাহেব। একটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, Red Clock রা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিলো। সেই সময় আফ্রিকায় কিছু প্রাণী মানুষকে হত্যা করে। প্রাণীগুলো আফ্রিকার শহরগুলোতে গিয়ে তান্ডব চালায়। অনেক মানুষও হত্যা করে। ইউরোপ সহ আমেরিকার কিছু অঙ্গরাজ্যে পৃথিবীর প্রাণীগুলোর মূল শহরের ভেতর ঢুকে মানুষকে হত্যা করে। প্রাণীগুলোর মধ্যে ছিলো সিংহ, গন্ডার, হাতি জাতীয় পশুগুলোই বেশি। এর কারণ কি? আপনি জানেন জাকির হোসাইন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন মাহবুবুল আলম। কিছুদিন আগে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে। ইউরোপের ফিনল্যান্ডে একটা ভাল্লুক ধরা পড়ে। যা পরবর্তীতে Science

Lab এ নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তার শরীর থেকে এক ধরনের গোলাকার চাকতি সাদৃশ্য ছোট কয়েনের মতো একটি বস্তু পাওয়া যায়। তাতে চারটি সুঁই পাওয়া যায়। যা মূলত ভাল্লুকটির শরীরে আটকে থাকতে ঐ কয়েনকে সাহায্য করে। আর এই সুইগুলোর মধ্যেই ছিলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা প্রাণীটিকে স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ হিংস্র করে তুলে। গোলাকার চাকতি সাদৃশ্য অংশে কিছু ইলেকট্রিক সংযোগ ছিলো। কিন্তু ঠিক ইলেকট্রিক সংযোগ কিনা তা World Science জার্নাল প্রকাশ করেনি। তবে তা ইলেকট্রিক সংযোগ থেকে আরো দ্রুত। যার Control এর চাবিকাঠি ছিলো Red Gaint দের হাতে। তাদের নির্দেশই পৃথিবীর হিংস্র প্রাণীগুলো পৃথিবীর মানুষদেরই হত্যা করতে থাকে। কি নির্মম পরিস্থিতি ছিলো এটা। বললেন জাকির হোসাইন। আর World Science জার্নালে এই যন্ত্রগুলোর নাম দিয়েছে Control Needle। বললেন Army প্রধান মুহাম্মদ হাসান সাহেব। আমরা প্রস্তুত এই যুদ্ধের জন্যে। বললেন, বিমান প্রধান জাকির হোসাইন। Red Planet এ আমরা যাচ্ছি বিমানবাহিনী প্রস্তুত এই যুদ্ধের সঙ্গী হতে। আমরাও প্রস্তুত এই যুদ্ধের জন্যে। পৃথিবীর বাঁচার প্রশ্নে Army Team সবসময় এগিয়ে ছিলো এবং থাকবে বললেন Army প্রধান মুহাম্মদ হাসান। আমরা সত্যিই যাচ্ছি Red Planet এ এটাই শেষ কথা। বললেন Lieutenant লুকমান সাহেব। ধন্যবাদ সবাইকে বললেন মাহবুবুল আলম।

২৬

তারিখঃ ১৫/০৮/২০৫০ খ্রিঃ

Red Planet এ যাওয়ার আগে Conversation:

আর কিছু সময়। তারপরই আমরা উপস্থিত হবো Red Planet এর কক্ষপথে। কিছু আনুষাঙ্গিক তথ্য থেকে আমরা জেনেছি Red Planet এর কক্ষপথের অবস্থান কেমন আর Red Planet এরও। Red Planet এর সাথে যোগাযোগ, তথ্য আদান প্রদান করা তাদের গ্রহে আমাদের ভ্রমণ করার কথা এসবই ছিলো পৃথিবীবাসীদের কাছে দুঃস্বপ্ন। যা নেমে এসেছে রাতের অন্ধকারের মতো। Red Planet এর Red Gaint রা যেভাবে আক্রমণ চালায় তা সত্যিই আমাদের কাছে ছিলো অগ্রহনীয়। FBI এর মতে এই আক্রমণের জন্যে মূলত দায়ী বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর বিজ্ঞানীরা। সত্যি বলতে গেলে, সরাসরি হ্যাঁ বললেই উক্তির সত্যটা প্রামণিত না হলেও ঘুরিয়ে বললে তা সত্য। আমি ও বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র, Red Gaint দের এই পৃথিবী আক্রমণের দায়ভার বহন করছে বিগত কয়েকমাস ধরে। যা বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর জন্য একটা বড় কালো দাগ হয়ে থাকবে হয়ত। তবে এই মুছোনের দায়িত্ব আমাদের হাতেই। বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র সদস্যের কাছেই আছে এর সমাধান। Red Planet এর Red Gaint দের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা ছিলো না পৃথিবীর আক্রমণের পূর্বে। যদিও আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে মূলত তাদের প্রযুক্তিগত শক্তিপ্রবণতা জানা এবং বুঝার চেষ্টা করার সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তিগত সফলতা জানানো এবং পৃথিবীর প্রযুক্তিকে আরো কিভাবে উন্নতি করা যায়? তার আলোচনা মূলক সিদ্ধান্তের জন্যই যোগাযোগ করার চেষ্টা ছিলো। বিগত বছরগুলোতে আমরা নানাভাবে Speed News Link প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বও নানা দিকে এই তথ্য প্রেরণ করছিলাম। তারই ফলস্বরূপ আমরা Red Planet এর খোঁজ পাই। তারা আমাদের দেয়া বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে তথ্যের আদান প্রদান করে। তবে আমাদের ভুলটা ছিলো তথ্যের মধ্যে

আমরা বলেছিলাম, আমরা তোমাদের গ্রহে আসছি। তবে তারা তাদের গ্রহে আমাদের আসতে নিষেধ করলেও আমরা তা উপেক্ষা করে একটা বার্তায় বলি পৃথিবীর মানুষ যাবেই তোমাদের গ্রহে। এই ভুলের জন্যই Red Gaint রা আমাদের উপর হামলা করে যেটা আমরা ধরে নিচ্ছি একটা অনুমান বশত। আমাদের Red Planet এ যাওয়ার উদ্দেশ্য মূলত Red Gaint দের Manner শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য, পৃথিবী বাসীকে বাঁচানোর জন্য। তবে অন্যভাবে বললে Red Gaint দের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যও এই যুদ্ধ। আমি শুধু তোমাদের এটুকুই বলবে Red Planet এ পৃথিবীবাসীর পক্ষ থেকে যাও আর পৃথিবীবাসীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধ কর সফল হও। আমরাই বিজয়ী হব ইনশাআল্লাহ। কথাগুলো মাহবুবুল আলমের। Conversation এ উপস্থিত ছিলো স্পেসশিপ বি এর সদস্যদল হাকিম সাহেব, অয়ন, রিফাত, ফাহিম, রিফাত, মোহাম্মদ করিম, কারীম, মাহি, আখি, ফাহমিদা হাকিমী আমরা সত্যিই জানি না এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে? তবে আমরা Red Planet এ গিয়ে Red Gaint দের সঙ্গে যুদ্ধ করে এ পর্যন্ত কেউই জয়ী হতে পারেনি। আপাতত পৃথিবীর মানুষের প্রেক্ষাপটে কল্পনা করলে তাই দাড়ায়। ইউরোপের দেশগুলো, আমেরিকার কিংবা চীন কেউই সফল হতে পারেনি। Red Gaint দের সাথে। আমরাই শেষ অভিযান চালাবো ঐ Red Planet এ এবং আমরাই শেষ ভরসা বলে ভাবছেন অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা স্পেস সংস্থার সদস্যবিন্দরা। যুদ্ধটা অস্তিত্ব রক্ষার জানি Nervasness টা এখন সবার ভিতরেই কাজ করছে কম বা বেশি। আমিও এটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। তবে মনে রাখতে হবে এটা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ নয়। যুদ্ধটা Planet VS Planet যুদ্ধ মানুষের সাথে এলিয়েনের। এর আগেও আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তবে তখনকার যুদ্ধেও সময় ও স্থান ভিন্ন কিন্তু এই যুদ্ধের সময় ও স্থান ব্যতিক্রম। যাদের সাথে যুদ্ধ করবো তাদের কাছে আছে এক আশ্চর্য সুপার শক্তি। সময় এর মাত্রা। আমাদের কাছে সুপার শক্তি না থাকলেও আছে সুপার প্রযুক্তি। আশা করছি, সুপার প্রযুক্তিরই জয় হবে ইনশাল্লাহ। প্রতিটি মানুষই গড়ে ওঠে একটা পরিবেশে, সেই পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। তারপর একটাই স্বপ্ন দেখে। কিভাবে এই পরিবেশকে পরিবেশের আওতাধীন রেখে নিজেকে ঐ পরিবেশের উপরে তুলে যায়? যার মূল ধারনায় বললে পরিবেশের উপর জয়লাভ করার কৌশল রপ্ত করে মানুষ। মানুষ জয়লাভ কর্তৃক মানুসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। আমরাও মানুষের

চিরচারিত পথেই হাটবো ইনশাল্লাহ। আর সেটা হলো জয়ের পথ। এই পথের পথিকই হবো আমরা। Red Planet কে হারিয়ে। এতক্ষণ অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিচ্ছিলেন হাকিম সাহেব। তোমাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো বললেন মাহবুবুল আলম। একটা বড় রুমে হচ্ছিলো Conversation. সামনে দুই চেয়ার নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন মাহবুবুল আলম আর হাকিম সাহেব। তাদের দুইজনের সম্মুখভাগে প্রথম সারিতে একটা চেয়ার পরবর্তী দুই সারিতে চারটি করে মোট নয় জন বসে আছে। হাকিম সাহেব বলে উঠলেন যেহেতু স্পেস সিপ বি এর সদস্য টিমে দুই জন রিফাত। তাই রিফাত (I) ও রিফাত (II) নামে ডাকা হবে দুজনকে Control এর দায়িত্বে থাকা রিফাতকে রিফাত (I) এবং Road to the Red Planet এর রিফাতকে রিফাত (II) নামে অভিহিত করা হবে। Yes Sir বলল রিফাত (I) এবং (II) কারও কোনো প্রশ্ন আবার ও নিম্নসুরে বললেন মাহবুবুল আলম। সবাই এক সঙ্গে বলল, না স্যার। তাহলে আমরা কি প্রস্তুত Red Planet এ যাওয়ার জন্য? জোর গলায় সম্মতিসূচক উক্তি করলেন মাহবুবুল আলম। সবাই এক সাথে উচ্চ স্বরে বলে উঠল, জি স্যার। আমরা কি প্রস্তুত? জি স্যার। আমরা কি প্রস্তুত? জি স্যার। সবাই Conversation শেষ করে Mechanics Room এর দিকে রওনা দিলো। কোয়ান্টাম স্পেস স্যুট পরিহিত হাকিম সাহেব, অয়ন, রিফাত (I), ফাহিম, মোহাম্মদ করিম, কারীম, মাহি, আখি, ফাহমিদা হাকিমী, রিফাত (II) হাতে তাদের কোয়ান্টাম স্পেস স্যুটের হেলমেট।

২৭

তারিখঃ ১৫/০৮/২০৫০খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর-১২ ঘটিকা

পৃথিবী থেকে Red Planet:

বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র (Bangladesh Space Center) এর আকাশে স্পেস শিপের মহড়া। একশো উনপঞ্চাশটা স্পেস সিপ গুণে গুণে বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর সম্মুখে মাঠ প্রান্তরে অবস্থান নিলো। Army Team এর পক্ষ থেকে সর্বমোট একশটা স্পেসসিপ। অন্যদিকে বিমানবাহিনী থেকে উনপঞ্চাশটা। স্পেসসিপগুলো স্পেসসিপ বি এর মতো না। সঙ্গে উপাদানগুলোও ভিন্নতার। Army Team এর স্পেস সিপগুলো সিসার তৈরি। Attaking এর সরঞ্জাম হিসেবে তাদের থাকছে লেজার বিম এবং S-C Technology যা বিরল প্রকৃতির অস্ত্র। কিছু দিন আগে Bangladesh Army এর নব আবিষ্কার। উপবৃত্তিকার আকৃতির স্পেস সিপগুলো Army team এর ব্যাঙচি আকৃতির স্পেস শিপগুলো বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে এসেছে। অদ্ভূত আকৃতির স্পেসশিপগুলোর উপাদান ও অন্যরকম। লোহার তৈরি স্পেসশিপগুলো পুরোটাই কালো রংয়ের আকৃতি। ঠিক যেন ব্যাঙের প্রাথমিক অবস্থা। হাতিয়ার হিসেবে থাকছে লেজার বিম, রে-গান, Masead Sound. নতুন প্রযুক্তির হাতিয়ারগুলো বিমানবাহিনী কর্তৃক অনুমোদীত। তারাই এই অস্ত্রেও আবিষ্কারক। তবে এই স্পেসশিপের আরহোণকারীদের অধিনায়ক হলেন হাকিম সাহেব। যিনি অবস্থান করবেন স্পেসশিপ বিতে। স্পেস শিপের এই সমাবেশ দেখে অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। দশজন থেকে একশত উনষাট জন যোদ্ধা যাবে এখন Red Planet এ। তবে দশজনের ভূমিকাই যেন প্রধান। একে একে একশত উনপঞ্চাশ জন স্পেসশিপ যোদ্ধাকে পরিয়ে দেয়া হলো কোয়ন্টাম স্পেসস্যুট। স্পেস স্যুটগুলো কিভাবে কাজ করে তার সর্ম্পূণ নির্দেশনা বুঝিয়ে দিচ্ছে স্পেস যোদ্ধারস্যুট তৈরির টিমের সদস্য আখি। প্রত্যেক

স্পেসশিপে বসিয়ে দেয়া হলো ইলেকট্রন সেন্সর। যা নিয়ন্ত্রিত হবে স্পেসশিপের Control Unit দ্বারা। এই ইলেকট্রন সেন্সর যে কোনো আকৃতির বস্তুকে একটা পরমাণুর ইলেকট্রনে পরিণত করতে পারে। হলরুম থেকে বেরিয়ে আসলো স্পেস শিপ বি এর দশ যোদ্ধা। সবাই প্রবেশ করল Mechanics Room এর ভেতর। মাহবুবুল আলম শেষবারের মতো তাদের বিদায় বলল। স্পেস শিপ-বি এর যোদ্ধারা প্রবেশ করল স্পেস শিপ বি-তে। Road to the Red Planet' এর Team থেকে এই কাজে দায়িত্ব পালন করছেন হিমাদ্রি। যার মূল কাজটা হচ্ছে লোকেট মেশিনটিকে ঠিক Red Planet এর কক্ষপথে স্থানান্তর করা। প্যারালাল এ্যাটম দুটিকে পৃথিবী ও Red Planet এর মধ্যে সংযোগ ও অদৃশ্য পথ তৈরি করা। মাহবুবুল আলম নির্দেশ দিলেন আর স্পেস শিপগুলো ইলেকট্রন সেন্সরের মাধ্যমে একের পর এক ইলেকট্রনে পরিণত হতে থাকলো। শেষের ইলেকট্রনটা হলো স্পেসশিপ বি। ইলেকট্রনগুলোকে কোয়ান্টাম হোল এর ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সংযোগ স্থাপন করা হলো প্যারালাল অ্যাটামের প্রবেশ পরমাণুতে। কোয়ান্টাম হোল মূলত হন্ডের নীতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। হন্ডের নীতি হলো একই শক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সার্বাধিক সংখ্যাক অযুগ্ম বা বিজোড় অবস্থান থাকতে পারে। এই সব অযুগ্ম ইলেকট্রনের স্পিন একমুখী হবে। নাইট্রোজেন মৌলের প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি। তাহলে দেখতে পাবো,

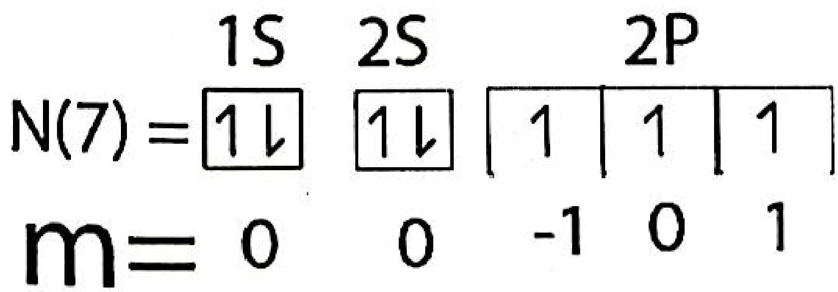

কোয়ান্টাম হোল পথেই ইলেকট্রনগুলো অযুগ্ম অবস্থায় প্রবেশ করবে। একশত পঞ্চাশটা স্বাধীন ইলেকট্রন এর জন্য কোয়ন্টাম হোল আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে। কোয়ান্টাম হোল এর পথ সমন্বয় করা হয়েছে প্যারালাল অ্যাটমে। স্পেস শিপগুলো ইলেকট্রনে পরিণত হওয়া মাত্রই তা কোয়ান্টাম হোল এর মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। পৃথিবীর ধনাত্মক পরমাণুতে। অ্যান্টি পরমাণুকে লোকেট করা পৃথিবীর পরমাণু এর সাহায্য জটিল প্রক্রিয়ায় হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি কাজে লাগিয়ে স্থাপন করা

হয়েছে Red Planet এর কক্ষপথে। অ্যান্টি পরমাণুটি কাজ করবে বাহির হবার পথ হিসেবে। পুরো প্রক্রিয়াটি কোয়ান্টাম জগৎদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোয়ান্টামের নীতিগুলোকেই ব্যবহার করা হয়েছে এই নতুন প্রযুক্তিগুলোতে। কিছু সময় পরই সবকিছু হওয়ার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চোখের সামনে ঘটতে দেখলো এই বিজ্ঞানের জাদু মাহবুবুল আলম সহ বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর অন্যান্য সদস্যকর্মীরা। বিশ্বাস করা দায় তবে এটা ঘটেছে। একশত পঞ্চাশটা স্পেস শিপ যা কিছু সেকেন্ড আগেও দৃশ্যমান ছিলো এখন তা নেই। বাংলাদেশ মহাশূন্য কেন্দ্রের সম্মুখ মাঠ এখন ফাকা। মাহবুবুল আলম আকাশের দিকে তাকালেন। বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র সদস্যকর্মীরা বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র মাঠের মধ্যে এসে জমা হলো আর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। মাহবুবুল আলম দৌড়ে গেলেন Mechanics Room এর দিকে। Room এর ভেতরে প্রবেশ করলেন। হিমাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের ফিরতে কত সময় লাগবে? হিমাদ্রি বললো কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট। তাহলে তাদের পৃথিবীতে ফিরার প্রক্রিয়া শুরু করো বলল মাহবুবুল আলম। জি.স্যার বলল হিমাদ্রি। মাহবুবুল আলম তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন। এক মিনিট ঠিক দশ সেকেন্ড হলো স্পেসশিপগুলো পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছে। লোকেট মেশিন পুনরায় লোকেট করা হলো প্যারালাল অ্যাটমের মাধ্যমে। পৃথিবীর পরমাণুটি এবার বাহির পথ। কোনো স্পেস শিপ দেখা যাচ্ছে না। কি হলো হিমাদ্রি, স্পেস শিপ কোথায়? স্যার, আমি তা পৃথিবীর পথেই লোকেট করেছি, বলল হিমাদ্রি। তবে কোনো অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হতে পারে কি? তুমি আবার দেখো দরকার হলে, আবার লোকেট করো বললেন মাহবুবুল আলম। আবার লোকেট করলো হিমাদ্রি কোনো কাজ করলো না। Meachanics Room এর দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল অয়ন। অয়নকে দেখে চমকে উঠলেন মাহবুবুল আলম। তারপর Meachnics Room এর ভেতর প্রবেশ করল হাকিম সাহেব , রিফাত (I), ফাহিম, কারীম, মোহাম্মদ করিম, মাহি, আখি, ফাহমিদা হাকিমী ও রিফাত (II) দশজন স্পেস যোদ্ধা। Meachanics Room থেকে বের হয়ে গেল মাহবুবুল আলম। শুধু একটাই স্পেস শিপ দেখা যাচ্ছে। আর সেটা হলো স্পেস শিপ বি। কেউ বাঁচেনি আসলে তারা ছিলো সাহসী যোদ্ধা। শেষ সময় পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করে গেছে। Red Planet এর বিশ্বাসঘাতকতার কারনেই এই পরিস্থিতি বললেন হাকিম সাহেব।

[লেজার বিম: লেজারে বিশেষ একটি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, যেটি লেজার বিমকে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠাতে পারে। সে মাধ্যমটি হতে পারে

বিশেষ কোনো গ্যাস, ক্রিস্টাল বা ডায়োট। এর বাইরে থেকে এই মাধ্যমের ভেতর শক্তি সঞ্চালন করা হয়, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, রেডিও আলো কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রূপে। শক্তি সঞ্চালনের এই হঠাৎ অন্তঃপ্রবাহে মাধ্যমটির পরমাণুগুলোতে সঞ্চালিত হয় তাতে ইলেকট্রনগুলো শক্তি শোষণ করে এবং বাইরের ইলেকট্রন শক্তিস্তরে লাফ দেয়। এই উত্তেজিত বা সঞ্চারিত অবস্থায় মাধ্যমটি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এখন এই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কোনো আলোক রশ্মি পাঠানো হলে ফোটনগুলো প্রতিটি পরমাণুতে আঘাত করে। ফলে নিম্ন স্তরে হঠাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে পরমাণু। এই প্রক্রিয়ায় আরও ফোটন নিসৃত হবে। ফলাফল হিসেবে আরও ফোটন নিঃসরণ করতে ট্রিগার করবে ইলেকট্রনকে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চুপসে যাওয়া পরমাণু তৈরি হবে। তার সঙ্গে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ফোটন হঠাৎ করে বেরিয়ে আসতে থাকবে এই রশ্মির সঙ্গে। ঝাঁকে ঝাঁকে ফোটনের এই স্রোত ঐকতান কম্পিত হলে তারা সংযুক্ত হয়। মূলত কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের ক্ষেত্রে এটি ঘটে। কেবল নির্দিষ্ট কিছু পদার্থেরই এভাবে বিকিরণ নিঃসরণ করতে পারে। শুধু বিশেষ ধরনের পদার্থেই কোনো ফোটন একটি সঞ্চালিত পরমাণুতে আঘাত করলে একটি ফোটন নিঃসৃত হবে, যা আগের ফোটনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ সংযুক্তির ফলে ফোটনের ঝাঁকের মধ্যে সবগুলো ফোটনই ঐকতানে কম্পিত হবে এবং পেনসিলের মতো পাতলা লেজার বিম সৃষ্টি করবে।

[অন্যদিকে জনশ্রুতি মতো লেজার বিম সব সময় পেনসিলের মতো পাতলা থাকতে পারে না। যেমন চাঁদে একটি লেজার বিম ছোড়া হলে, তা ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে সবশেষে কয়েক মাইলজুড়ে বিস্তৃত এক বিন্দু তৈরি করবে।]

[S.C Technology: Small Center Technology হলো একটা বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া। বস্তুর ছোট অবস্থান ফিরিয়ে দেয়া। প্রতিটি বস্তুই তার স্বাভাবিক চারিত্রিক দিক থেকে ছোট ভাবে বিরাজ করতে চায়। আপনি যখন পানি ফোটার দিকে লক্ষ্য করবেন। তখন দেখবেন তা মূলত গোলাকার। এর কারণ হলো পৃষ্ঠটান। কিন্তু পৃষ্টটানের ফলেই যে গোলাকার আকৃতি ধারণ করছে এমনটা কিন্তু নয়। মূলত গোলাকৃতির হলো ঐ পানির ফোটার সবচেয়ে ক্ষদ্রতম অবস্থান। তাই পানির ফোটা গোল। Small Center Technology একটা ফোটন গোলক। যা কোনো বস্তু থেকে তার ইলেকট্রনকে শক্তি প্রদান করে। ইলেকট্রনগুলো যখন শক্তি পায় তখন তার কক্ষপথ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে যায়। যার ফল স্বরূপ পরমাণুগুলো

চুপসে যেতে থাকে। পরমাণুর এই চুপসে যাওয়াই কোনো বস্তুর আকৃতি ছোট করতে সাহায্য করে।]

[রে-গানঃ রে-গান তৈরি করা হয়েছে ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে। ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে পাওয়ার সাপ্লইয়ের সঙ্গে তারের যুক্তবদ্ধই এই রে গান এর মূল উপাদান। যা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো শক্তি উৎপাদন করতে পারবে। ন্যানো প্রযুক্তি হাতের মুঠোয় থাকা কোনো যন্ত্রের প্রয়োজনীয় শক্তির জোগানও দিতে পারবে এটি। মেশিন গানের মতোই ছোড়া হবে গুলি কিন্তু সেটা সিলভারের তৈরি কোনো বুলেট হবে না তা হবে রের।]

[Masead Sound: Masead Sound হলো শব্দের ভর্তা। শব্দ তরঙ্গের নিজস্ব সত্তাকে ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে Masead Sound. নির্দিষ্ট তীব্রতার বা সীমার শব্দকে একই ঐকতানে সীমাবদ্ধ রেখে এর সাহায্যে ছোড়া হবে এই শব্দ। তীব্রতা এতটাই বেশি থাকবে, যার প্রথম প্রভাব পরবে শোনার ক্ষমতাকে অক্ষম করে দেয়া। পরবর্তীতে তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথেই কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা পুরোপুরি বিধ্বংস করে দেয়াই এর মূল কাজ থাকবে। আর এর ফলাফল মৃত্যু।]

২৮

Red Planet এর সাথে যুদ্ধ :

প্যারালাল এ্যাটম এ প্রবেশ মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্পেস শিপ বি সহ আরও একশ উনপঞ্চাশ ফাইটিং স্পেস শিপ উপস্থিত হলো Red Planet এর কক্ষ পথে কণা রূপে। মূলত ইলেকট্রন হিসেবে অবস্থান করল কিছু সময় Red Planet এর কক্ষ পথে। তারপর কিছু মুহূর্ত পর স্পেস শিপগুলো মূল আকৃতিতে রূপ নিলো। স্পেস শিপগুলো আকৃতি ফিরে পেতেই একটা চাপের অনুভব করল। কক্ষপথের ঘনত্বই এর জন্য দায়ী। ঘনত্ব এতটাই বেশি Red Planet এর কক্ষ পথে যা স্পেস শিপ গুলোর চলাচল গতি প্রায় রুদ্ধ করে দিচ্ছে। ক্ষীনো আলোর মধ্যে অবস্থান করছে স্পেস শিপগুলো। সামনেই সেই গ্রহ, যার কারণে এখানে আসা Red Planet. লাল বর্ণের গ্রহ যার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় পুরো বিশ্ব। যুদ্ধের কারণটা সবার জানা। হাকিম সাহেবের নির্দেশে সামনে এগোতে থাকে স্পেস শিপ বি। তার পেছন পেছন এগোতে থাকে একশত উনপঞ্চাশ ফাইটিং স্পেস শিপ। স্পেসশিপগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে স্পেস সিপ বি আর Commander হাকিম সাহেব। ঠিক কত দূরে অবস্থান নিয়েছে স্পেস শিপগুলো? Red Planet থেকে তা Indicate করছে স্পেস শিপের Control Mechine. Control Mechine গুলো 4D তে তৈরি করা। যা তার গতি পথের প্রতিটি কণাকে Modify করতে পারে। ১০১২ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণপূর্ব দিকে ৩৫´ এ অবস্থান নিয়েছিলো স্পেস শিপগুলো। এখন সামনে অগ্রসর হচ্ছে স্পেসশিপগুলো। পৃথিবীর কক্ষ পথের হিসেবে দ্রুত হলেও এই Red Planet এর কক্ষপথে তা অতি ক্ষীণ গতি। বি ৯৯ এর রেডিয়েশন অতি মাত্রায় বের হয়। আমেরিকান K Red তাই নির্দেশ করেছিলো। স্পেস শিপগুলো আরো সামনে যাওয়ায় দেখতে পেলো সেই সৌন্দর্যময় দৃশ্য Red Planet এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। অর্ধেক রাজ্য আর গাছপালার সাদৃশ্য উপাদান সমূহ নিয়ে গঠিত এই Red Planet| যেটার তথ্য CNSA ওয়াং পিং স্পেসশিপ বলেছিলো। একটু পরেই স্পেসশিপগুলোর Speed News

Link গুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো। স্পেসসিপ বি এর Control Unit এর কারণ বুঝার চেষ্টা করল। কি কারণে এই জটিল বেতার তরঙ্গের বার্তার বিচ্ছেদ? তা কারো কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। তবে স্পেসশিপ বি এর ফাহিম লক্ষ্য করল কোনো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর এই বেতার তরঙ্গেও ব্যাঘাত ঘটছে। এর কারণ মূলত স্পেসশিপগুলো Red Planet এর অতি নিকটবর্তী চলে আসার ফল বলে ভাবা হচ্ছে বেতার তরঙ্গকে বাঁকিয়ে দেয়ার মতো যন্ত্র যা হাতে ধরা দিয়েছে বহু আগেই। সেই কারণেই আমাদের সংযোগ প্রযুক্তি Speed News Link এর ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই জটিল বেতার তরঙ্গ বাঁকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা যা মূলত পৃথিবী থেকে আসা Speed News Link এর সংকেত গুলোকে News Receivetore গ্রহণ করতে পারছে না। আমেরিকান আর চীনা সহ সকল স্পেসশিপ এর অর্ধতথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ ও গ্রহণ এর মূল কারণ হয় তো এটাই, বেতার তরঙ্গের ব্যাঘাত। সামনে অগ্রসর হচেছ স্পেসশিপ বি সহ সকল স্পেসশিপ। এখন আরো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে Red Planet এর কক্ষপথ থেকে। গোলাপি লাল বর্ণ যেনো প্রতিফলিত হচ্ছে স্পেসশিপ শিপের মেইন বডির বেরলিয়াম অংশ থেকে। সৌন্দর্যের মাঝেই যেনো হিংস্র প্রাণীর বাস। Red Planet এর মহা রাজ্যে প্রবেশ করল স্পেসশিপগুলো। Red Clock দের অংশে নয় বরং গাছ সাদৃশ্য অংশের গোলার্ধে। আতঙ্কিত হামলার জন্যই এই কৌশল নিয়েছে স্পেসশিপের কমান্ডার হাকিম সাহেব। মহাকাশ যোদ্ধাদের নিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন Red Planet এর লোকালয়ের দিকে যেখানে Red Clock দের বাস আর তাদেরই রাজা কিংসার রাজ্য। যে কিংসার নেতৃত্বেই কিছু দিন আগেই পৃথিবীর মানুষের ঘুম নির্ঘুম হয়ে গিয়েছিল। গাছ সাদৃশ্য অংশ গুলো আর দেখা যাচ্ছে। অনেক বড় একটা মাঠ সাদৃশ্য একটা খণ্ড যার চার পাশে আমাদের পৃথিবীর তরল সাদৃশ্য উপাদান দ্বারা ঘেরা ঐ মাঠ খণ্ড। অদ্ভূত প্রাণীগুলো বিচরণ করছে ওই ভূখন্ডে সঙ্গে হয়ত Red Gaint রা অল্প সংখ্যই দেখা যাচ্ছে। হয়ত তারা এই প্রাণীগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করার জন্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যেমনটা করে থাকে পৃথিবীর মানুষেরা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনো প্রাণীকে নিজের মতো করে তার সাথে চলার জন্য কৌশল শিক্ষা দেয়। আর এই প্রাণীগুলোই হিংস্রা। বলল অয়ন। হাকিম সাহেব নির্দেশ দিলেন এই প্রাণীগুলোকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য। দেড়শো স্পেসশিপ যার প্রথমে ভাসমান দাঁড়িয়ে স্পেসশিপ বি আর তাকে কেন্দ্র করে ভি আকৃতির Shape নিয়ে অবস্থান করল বাকি স্পেসশিপগুলো।

Command পৌঁছোতেই শুরু হলো গুলি। লেজার বিমের আঘাতে খতবিক্ষত হলো হিংস্রারা এবং কিছু সংখ্যাক Red Gaint রা। অবিরাম ছোড়া হচ্ছে লেজার বিম তাতেই ধ্বংসের দ্বারে প্রান্তে পৌছে গেল হিংস্রারা। কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার হিংস্রা মৃতু বরণ করল। পুরো ভূখণ্ডটি মৃত্যুপুরিতে রূপ নিলো। ধূসর লাল ভূখণ্ডকে পিছনে ফেলেই সামনে এগোতে লাগলো স্পেস শিপের যোদ্ধারা।

কয়েক ঘন্টা আগে ঘটনাঃ (ঘন্টাটা হিসাব করা হয়েছে পৃথিবী সাপেক্ষে)

Red Planet এর সাপেক্ষে, Z(x)t=9'9'9{একটা সময় নির্দেশক চিহ্ন}

Red Planet এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে কোনো অজ্ঞাত জীব। হতে পারে সেটা পৃথিবীর কোনো স্পেস শিপ। কারণ তারা এর আগেও এই Red Planet এ হামলা করার চেষ্টা করেছে। বললেন, RT (RED Transform) প্রধান জিকলো। তবে এর আগের স্পেসশিপগুলো হামলা করেছিলো আমাদের Red Clock দের উপর সরাসরি। কিন্তু এরা Red Planet এ প্রবেশ করেছে লাজিম্ন দিয়ে। [লাজিম্ন হলো গাছ সাদৃশ্য এলাকার নাম যা Red Planet এর অর্ধেক।] সংখ্যায় অনেক বেশি স্পেস শিপ নিয়ে এসেছে। বলল RT সহপ্রধান কুকি। এখনই কিংসাকে বিষয়টা জানাতে হবে। বলল কুকি। বার্তা পৌঁছে দেয়া হলো কিংসার রাজ প্রাসাদে। কিংসা খবর পেতেই যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। এই নিয়ে অনেক বার হামলা চালালো পৃথিবী বাসী যা বিরক্তি কর, বলল লাকলি। সত্যিই মরণের জন্য তারা এত তৎপর তা আগে জানলে পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থার পরিবর্তন করে দিতাম। মানুষ বলে কেউ আর থাকতোই না। যাই হোক এইবার আর ভূল করবো না। প্রথমে যুদ্ধে জয় লাভ তারপর পৃথিবী হামলা। সংখ্যায় এবার তারা বেশি। প্রতিবার যেখানে পৃথিবী থেকে একটা করে স্পেস শিপ এসেছিলো সেখানে এবার সংখ্যায় অনেক বেশি স্পেসশিপ নিয়ে এসেছে তারা, বলল লাকলি। তাতে কি হয়েছে লাকলি? যুদ্ধের ফল তো আর পাল্টাবে না। হারই তাদের সঙ্গী। বলল কিংসা। Red Gaint দের প্রস্তুতি নিতে বলো শেষবারের মতো, যুদ্ধ হবে পৃথিবীর উপর।

বর্তমান সময়,

ধূসর লাল খণ্ডের পরই তরল সাদৃশ্য কোনো পদার্থের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে শিপগুলো। যার রং বলতে গেলে নেই। আর এতটাই স্বচ্ছ যে তার তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর কাচ সাদৃশ্য এই তরল। তবে ঘনত্ব কাচের থেকে অনেক কম প্রায় পানির সমান। সামনে এগোতেই মুখোমুখি হলো

স্পেস শিপ আর লাহাম যান। একশত পঞ্চাশটা স্পেসশিপ এর সামনে এখন একটা পুরো Planet এর প্রাণীদের যুদ্ধ। লাহামগুলোর নেতা কিংসাকে চিনতে ভুল করলো না হাকিম সাহেব। মুকুট পরিহিত প্রশস্ত দেহী লালবর্ণের সুন্দর মুখধারী Red Clock দেহের রক্ষার্থে পরেছে দেহাবরণ যা হয়ত Red Planet এর উপাদান এই যুদ্ধ একটা গ্রহের অস্তিত্বের লড়াই। হাকিম সাহেব নির্দেশ দিলেন তার স্পেস যোদ্ধাদের সব লাহাম গুলো ধ্বংস করতে। শুরু হলো লেজার বিম দিয়ে আক্রমণ। লাহাম যানগুলো প্রতিরক্ষার পথ বেছে নিলো লেজার বিম থেকে বাঁচার জন্য। সঙ্গে রে গান এর সঠিক লক্ষ। Red Gaint দের সংখ্যাও কমতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরেই কিংসা সিদ্ধান্ত বদলালো এবার আক্রমণের পালা বলল কিংসা। লাহাম যানগুলো পরিচালিত Red Gaint দের নির্দেশ দিলো পাল্টা আঘাতের। শুরু হলো গুলি। লাহাম যানগুলো থেকে ছোড়া গুলিগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর। গোলক সাদৃশ্য গুলিগুলো স্পেস শিপগুলোতে লাগা মাত্র ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে শুধু। স্পেসশিপ গুলোর সংখ্যা কমতে থাকলো। হাকিম সাহেব একটা বিষয় দেখে আতকে উঠলেন। পৃথিবীর স্পেস শিপগুলোই তাদের শত্রু। অয়ন বলল, স্যার দেখুন Red Gaint কতটা ভয়ংকর! আমাদের যানগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের যান হিসেবে ব্যবহার করছে। হয়ত Control Needle এর সাহায্য নিয়েই এরকমটা করতে পেরেছে। ওয়াংপিং K Red Jamil Space Ship (Jamil Space Ship মূলত ইরানের স্পেস শিপের নাম। আর jamil অর্থ সুন্দর) এলি Ship (Alian Ship যা যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিলো Red Planet এ) সবগুলো স্পেস শিপ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। হাকিম সাহেব স্পেস শিপগুলোকে Red Planet এর বসতী এলাকার দিকে নিয়ে যেতে বললেন। রিফাত (I) তোমাকে এই আমেরিকান, চীনা, ইরান এবং যুক্তরাজ্যের স্পেস শিপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তারা যেনো আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করে সেই ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন হাকিম সাহেব রিফাত (I) কে Red Planet এর বসতী এলাকার দিকে অগ্রসহ হলো স্পেসশিপগুলো। এবার একত্রে নয় বিচ্ছিন্নভাবে চলল তারা। লাহাম যানগুলোও অনুসরণ করলো স্পেসশিপগুলোকে। রিফাত (I) তার Mechain Control ক্ষমতা প্রয়োগ করলো। Red Gaint দের নিয়ান্ত্রণাধীন স্পেসশিপগুলো এবার Red Gaintদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে। কিংসা এটা লক্ষ্য করলো। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলো এই স্পেসশিপগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। গুলি করে ছাইয়ে পরিণত করলো চীনা, আমেরিকা, ইরান এবং যুক্তরাজ্যের স্পেসশিপগুলোকে। রিফাত (I) এবার অন্যপথ অবলম্বন

করলো। Red Gaint দের লাহাম যানগুলোকে নিয়ন্ত্রন করা যায় কি না? সেই চেষ্টাই করলো রিফাত (।)। দুই হাত Gaint দের লাহাম যানের দিকে নির্দেশ করে। যানগুলোকে Control করার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয়বারের মতো চেষ্টা করলো রিফাত (।)। তবে এবার সফল হলো। কিছু সংখ্যক লোহাম যানকে নিয়ন্ত্রণ করলো রিফাত (।)। স্পেসশিপ বি কে অনুসরণরত Gaint মানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করালো। লাহাম যানগুলো একে অপরের সাথেই সংঘর্ষ হওয়ার দৃশ্য নিজ চোখে প্রর্দশন করলে কিংসা। স্পেস শিপের সংখ্যাও ক্রমে কমে আসতে লাগলো। লাহাম যানের ধারনাকৃত অস্ত্রগুলো বিধ্বংসী। একটা করে গুলি করছে তারা স্পেসশিপ এর যে প্রান্তেই তা লাগছে। ওই অংশ থেকে ছাইয়ে পরিনত হওয়া শুরু হয়। শেষ পরিনিতি হরো পুরো ভর্স ছাই। যা Red Planet এর চারদিকে বাতাসে উড়িয়ে যাওয়ার মতো উড়ে যাচ্ছে। রিফাত (।) কিংসার যানকে নিজের আয়ত্তে নেয়ার চেষ্টা করলো। তবে কিংসা তা বুঝতে পারলো। শক্তি অনুভব করার ক্ষমতা কিংসা তার বংশ পরম্পরা থেকে পেয়েছে। শক্তির সঠিক ব্যবহার ও শক্তি অনুভব করার সর্মথন থাকার কারণেই তার বংশের Red Clock দেরই Red Planet এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিংসার ক্ষমতা এবার কাজে লাগানোর সময়। কিংসা রিফাত (।) এর মস্তিষ্কের ভেতর একটা অবাস্তব জগৎ ঢুকিয়ে দিলো। যেটা রিফাত (।) কে নিয়ে চলল পৃথিবীর একটা শান্তিপূর্ণ জায়গায়। যেখানে আছে সমুদ্রের। ঢেউ আর প্রবাহমান বাতাস। সমুদ্রের পারে বসে যেনো সূর্যের অস্ত যাওয়া দৃশ্য অনুভব করছে রিফাত (।)। অয়ন বুঝতে পারলো রিফাত (।) এর সাথে কিছু একটা হয়েছে। সে এখন নিশ্চুপ একটা ঘুমন্ত শিশুর মতো হয়ে গেছে। রিফাত রিফাত তুমি ঠিক আছো? রিফাত বলে চেচিয়ে উঠল অয়ন। পর মূহুর্তেই অয়নের কাঁধের উপর শুয়ে পড়ল অজ্ঞান রিফাত। স্পেস শিপগুলো Red Clock এর বসতীতে প্রবেশ করল। যুদ্ধ চলছে অসমাপ্তহীন ভাবে। স্পেস শিপগুলোর সংখ্যা এখন প্রায় একষট্টির কাছাকাছি। লেজার বিম দিয়ে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিণ করা যাবে না তা বুঝতে পারলে হাকিম সাহেব। তখন তিনি সেনাবাহিনীর স্পেসশিপগুলোর যোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন। S.C Technology এর প্রয়োগ যেন তারা এখনই শুরু করে। S.C Technology এর মাধ্যমে লাহামগুলো বিশাল আকৃতির পরিবর্তন করে একটা ঈগল সাদৃশ্য আকারে পরিণত করা হচ্ছে। তারপর রে গান এর মাধ্যমে স্রেফ হাওয়া করে দেয়া হচ্ছে যানগুলোকে। Red Clock দের বসতী এলাকার উপর দিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। Red Clock রা তা নিজ থেকে প্রর্দশন করছে। Red Gaint বা এবার

লাহাম যান থেকে ঝড় সাদৃশ্য তরঙ্গ ক্ষেপন করতে শুরু করলো। তরঙ্গের প্রবাহে স্পেসশিপগুলো নিজ Control হারালো। Control হারালো স্পেসশিপ বি। পানিতে পরে সাতার না জানা ব্যক্তি যেমন অবস্থা হয়। তেমনি অবস্থা এখন স্পেস শিপগুলোর। স্পেস শিপ-বি Control হারালো। মুহূর্তে পরই ফিরে পেলো Control কিছু স্পেসশিপ Red Clock দের বসতী লাব্রাসগুলো (Red Clock দের আবাসস্থল)র উপর ছিটকে পরে ধ্বংস হয়ে গেল। স্পেস শিপগুলো এবার Red Clock দের বসতী ছেড়ে সামনে অগ্রসর হলো। পৌছে গেলে হেংকিত এলাকায়। হেংকিত হলো Red Planet এর উপতক্যা। অয়ন রিফাত (I) কে নিয়ে স্পেস Bed Room গেল। তাকে শুয়ে দিলো Bed এর উপর। সামনে ওগুলো কি? হাকিম সাহেব ফাহিমকে বলল। এই গ্রহের প্রাণী বলল ফাহিম। হাতলিকা দেখে স্পেসশিপ যোদ্ধারা থমকে দাড়ালো। সঙ্গে উপত্যক্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই হিংস্র প্রাণীগুলো হিংস্রা। হাতলিকার উপর চড়ে Red Gaint রা যেন স্পেসশিপগুলোর জন্যই অপেক্ষা করছে। হাজারো হাতলিকা দেহের গঠন মুখ সিংহ সাদৃশ্য শরীরটা ঘোড়াসাদৃশ্য পাগুলোও পাখা ঈগল সাদৃশ্য হলেও তা অনেক বড়। হিংস্রারা এক লাফে উপত্যকার চূড়া থেকে উড়ন্ত স্পেস শিপগুলোর উপর আছড়ে পরছে। তারপরেই স্পেসশিপ এর দফারফা। পিছনে লাহাম যান আর সামনে হাতলিকা ও হিংস্রা এর মধ্যের শত্রু হলো পৃথিবী থেকে আগন্তক স্পেসশিপ গুলো। এই মুর্হূতেই যেনো শেষ পরিণিতি পৃথিবীর স্পেস শিপগুলোর। হাকিম সাহেব চোখ বুজলেন। আর দেখতে পেলেন তার জীবনের Short Story যেমনটা দেখতে পান মৃত্যুর পথযাত্রী মানুষ শেষ সময়ের জীবনের গল্প। তার ছেলের মুখ বার বারই ভেসে উঠছে হাকিম সাহেবের চোখের সামনে। শেষ সময় শেষ যাত্রার মুহূর্ত। হাতলিকা নিয়ে Red Gaintরা ঝাঁপিয়ে পড়ল স্পেস শিপগুলোর উপর। পিছন থেকে আক্রমণ করলো লাহাম যানগুলো। চোখ খুলতেই ভেসে আসল একটা অচেনা আওয়াজ হাকিম সাহেবের কানে। অচেনা নয় এই আওয়াজের ধ্বনি চেনা। এটা তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময় শেষ মুহূর্তের কথা ছিলো।"কখনো হার মেনো না। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত"। হাকিম সাহেবের চোখ খুললো এবার। হাকিম সাহেব নির্দেশ দিলেন এবার যেনো স্পেসশিপ যোদ্ধারা ব্যবহার করে Masead Sound. Masead Sound ছোড়া মাত্রই Red Gaint দের পরিনতি দেখার মতো হলো। শব্দের এই ভয়ানক কম্পনেই পুরো হেংকিত উপত্যকা কেঁপে উঠল। হাতলিকা গুলো ছেড়া কাগজের মতো অবস্থা হলো। ছেড়া কাগজ যেমন মাটিতে পড়ে যায়। সেই ভাবেই হাতলিকা গুলো Red Planet এর কলিনে

(Red Planet এর তল/গব্বর সাদৃশ্য) পরে যেতে থাকলে। হিংস্রাদের পরিণতিও একই হলো। তারা হারিয়ে যেতে থাকল হেংকিতের গভীর কালো গর্তের ভেতর। লাহাম যান গুলোর পেছন থেকে আক্রমণ চালালো। তবে ভীত অবস্থায় পড়ে গেল লাহামযানের Red Gaint রা। কিংসা পৃথিবীর প্রাণীদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রযুক্তি দেখে বিস্মিত হলো। কিংসা এবার কেকলোকে আর একবার নির্দেশ দিলো তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য। কেকলো কিংসার নির্দেশে সময় মাত্রার প্রয়োগ করে যুদ্ধের সময়কাল সেই প্রাথমিক অবস্থায় নিয়ে গেল। কেকলোর ঐ আংটির একটা বিশেষত্ব হলো আংটিটি বর্তমানে ঘটমান কোনো প্রবাহ মান সময়কে অতীত কালীন বা ভবিষ্যৎ কালীন কোনো সময়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধ পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। আবারও মুখোমুখি দেখা হলো স্পেস শিপ আর লাহামযানগুলোর। ভেল্টাতের উপর পূর্বের মতই যেন প্রথমবারের মতো স্পেসশিপ আর লাহাম যান। তবে একটা বিষয় ভিন্ন। স্পেসশিপ এর সংখ্যা পূর্বের থেকে কম। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্পেস শিপগুলি আর ফিরে আসেনি সময়ের পূর্বের অবস্থানে। তবে লাহাম যানের সংখ্যা পূর্বের মতোই আছে। কি হচ্ছে এটা! দৃষ্টিভ্রম, বলল ফাহিম। না দৃষ্টিভ্রম নয়, আমরা আবার যুদ্ধের পূর্ব অবস্থায় ফিরে এসেছি। এর অর্থ দাড়ায় Red Gaint রা সময় মাত্রার ব্যবহার করেছে, বললেন হাকিম সাহেব। কিংসা Red Gaint দের নির্দেশ দিলো স্পেস শিপগুলোর উপর পুনঃরায় আক্রমণ চালানো।

হাকিম সাহেব আবার স্পেসশিপগুলোকে Red Planet এর বাহিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। Red Planet থেকে মহাশূন্যের দিকে রওনা দিলো স্পেস শিপগুলো। দ্বিগুণ বেগে গুলি করা শুরু করল লাহামযানগুলো। স্পেস শিপ এর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকলো। হাতেগুনা কয়েকটা স্পেসশিপ নিয়ে Red Planet এর কক্ষপথে এসে পৌছালো। সেগুলোও হয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর কিছু সময় পর। লাহামযান গুলোর এখনো পিছু ছাড়েনি। স্পেসশিপ বি এর সাথে ধাক্কা খেলো একটা স্পেসশিপ। স্পেসশিপ বি এর কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। জ্বলে উঠল স্পেসশিপ বি এর বিপদ সংকেত লাইটগুলো বিপদ ঘন্টা বেজে উঠল স্পেসশিপ বি এর পুরো Unit জুড়ে। Bed Room ফহিম (।) এর পাশেই বসেছিলো অয়ন। ঘন্টা বাজতেই সর্তক হয়ে গেল অয়ন। তাকিয়ে দেখলো Red Light বরাবর On-Off হচ্ছে–মানে বিপদ নেমে এসেছে আমাদের স্পেসশিপের উপর। স্পেসশিপের Bed Room থেকে বের হয়ে দেখলো টিমের সদস্যারা কন্ট্রোল রুমের দিকে যাচ্ছে। অয়নও ছুটে গেল কন্ট্রোল রুমে। কি হয়েছে ফাহিম? স্পেস শিপে হামলা

হয়েছে বলল ফাহিম। মানে? উত্তর জানতে চাইলো অয়ন। মানেটা হলো Red Gaint রা আমাদের সব স্পেসশিপ উড়িয়ে দিয়েছে। শেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত স্পেসশিপটি আমাদের শিপের উপর আছরে পড়ে। যার ফলেই আমাদের শিপের কিছু অংশ অকার্যক্ষম হয়ে গেছে। হাকিম সাহেব অয়নকে আদেশ দিলেন শেষ অস্ত্রের ব্যবহার করতে যা হলো মার্কারি বোমা। ঠিক আছে ক্যাপ্টেন, বলল অয়ন। Red Gaint রা আমাদের সাথে আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সময় মাত্রার ব্যবহার করে যুদ্ধের ফলাফল পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। এর শাস্তি ওদের পেতে হবে। বোমার টার্গেট Red Planet বরাবর লক কর এবং ডুবিয়ে দাও ওদের ডার্ক ডাই মেনশনে। মার্কারি বোমা নিক্ষেপের সময় চলে এসেছে। বলল হাকিম সাহেব। অয়ন Red Planet বরাবর টার্গেট লক করল। প্রায় 45^0 কোণ ছিল Red Planet স্পেস শিপবি থেকে। উল্টো গণনা শুরু করল। Launch Time 3,2,1 বলতেই ছোড়া হলো মার্কারি বোমা। Red Planet পুরো Dark Dimension এ ছেয়ে গেল। এক নিমেষে Red Planet হয়ে গেল Dark Planet। কিংসা Red Planet এই পরিণতি দেখে ভীতি গ্রস্থ হলো। কেকলোকে সময়মাত্রার সাহায্যে পুনরায় Red Planet স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলো। কিন্তু কেকলো তা চেষ্টা করেও Red Planet কে Dark Planet হতে বাঁচাতে পারলো না। মার্কারি বোমা ছোড়াতে Red Planet এর এন্ট্রপি এতটাই বেশি হয়ে গেছে যে সেই এন্ট্রপি উপেক্ষা করে অতীত কালিন কোন সময়ে ফেরা সম্ভব নয়। চুপসে যেতে থাকলো Red Planet। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিংসা সহ Red Gaint রা আত্মসর্মপণ করলো। তবে এখন আর লাভ নেই। Dark Dimension ঘিরে ধরেছে Red Planet কে Red Clock দের ইতি টেনে দিলো মার্কারি বোমা। পৃথিবীর যান হিসেবে এখন Red Planet এর কক্ষপথে একা অবস্থান করছে স্পেসশিপ বি। লাহাম যান থেকে কিংসা তার Planet এর শেষ পরিণতি দেখছে। লাহাম যানও আস্তে আস্তে Dark Dimension এ হারিয়ে যেতে থাকলো। Red Clock দের অবস্থান এখন ডার্ক ম্যাটার। Red Planet এর রাজা কিংসাও এখন কালো বস্তুর অংশ। পুরো Planet যেন চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। স্পেসশিপ বি থেকে প্রদক্ষিন করলো ক্যাপ্টেন হাকিম সাহেব সহ বাকি আট যোদ্ধা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাকিম সাহেব বললেন, পৃথিবীতে ফেরার সময় এখন। মাথা ঝাকিয়ে সমার্থন জানালো ফাহিম। পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেসশিপ বি লোকেট করা মাত্র Red Planet এর কক্ষপথ থেকে শূন্যে হারিয়ে গেল স্পেস শিপ-বি।

২৯

অয়নের নতুন পথ চলাঃ

Red Planet থেকে ফিরে আসার পর অয়ন মানসিকভাবে আরো ভেঙ্গে পড়ে। তিনদিন পরই হাকিম সাহেবের কাছে বাংলাদেশ মহাশূণ্য কেন্দ্র এর হয়ে কাজ না করার জন্য একটি প্রত্যাহার পত্র জমা দেয়। হাকিম সাহেব অয়নের প্রত্যাহার এর বিষয়ে তাকে বাধা দেয়নি। তার বাবার মৃত্যুর শোক থেকে অয়ন এখনও বের হতে পারে নি। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ঝোক পূর্বেই মতই আছে। আকাশের শেষ প্রান্তের পরিসীমা অসীম দিয়ে মাপতে চায়। এখন (Bangladesh Space Center) যা পৃথিবীর Space Center গুলোর মধ্যে সেরাদের সেরা জায়গা করে নিয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ আর্টিফিসিয়াল ইনষ্টিটিউট থেকে একটা অফার আসে। অয়ন সেখানে Join করার জন্য রাজি হয়। বাবার মৃত্যুর পর আর্টিফিসিয়াল ইনষ্টিটিউট Join করে অয়ন। বিয়েতে এলার্জী আছে অয়নের। অন্যদিকে আবার নিউটনের ভক্তও বটে। চিরকুমার শব্দটা কানে ভাসে বারংবার। অয়নের কোনো এক রাতের স্বপ্ন,

অয়ন যুদ্ধ করছে রোবটদের সাথে। পুরো পৃথিবীর মানুষ যুদ্ধে মেতেছে। যুদ্ধটা যেন রোবট vs মানুষ এর মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। অয়নের হাতে ন্যানো গান, অন্য হাতে ন্যানো কামান এক গুলি আর রোবটদের দফারফা। যখন স্বপ্নটা ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্ন নাকি নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ দেখল অয়ন তা বুঝতে পারল না ...

মো. আবু তালহা জন্ম : চকনন্দনপুর, সাঁথিয়া, পাবনা।

পড়াশোনা : হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে নিয়ে অধ্যয়নরত।

তিনি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতে আগ্রহবোধ করেন।

প্রিয় শখ : বইপড়া, লেখালেখি ও খেলাধুলা নিয়ে সময় কাটানো।